DIGITAL BANGLADESH
Skilled • Equipped • DigitalReady
ICT DIVISION
FUTURE IS HERE
DoICT
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
DEPARTMENT OF ICT

আইসিটি ◢ বর্ষ-১ ◢ সংখ্যা-১ ◢ ঢাকা, অক্টোবর-২০১৭

নিউজলেটার

বঙ্গবন্ধু সিলিকন সিটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী

নিউজলেটার ডেস্ক: গত ১৪ সেপ্টেম্বর রাজশাহীর পবা উপজেলার চিনিকল মাঠে এক জনসভায় রাজশাহীতে হাইটেক পার্ক 'বঙ্গবন্ধু সিলিকন সিটি'র আনুষ্ঠানিক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শিক্ষানগরী হিসেবে পরিচিত রাজশাহীকে তথ্যপ্রযুক্তিতে উন্নত করার প্রয়াস নিয়ে গত বছরের ডিসেম্বরে রাজশাহীতে একটি হাইটেক পার্ক স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী। হাইটেক পার্কটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেন, রাজশাহীতে আইটি পার্ক স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে বিনিয়োগ করবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। ছেলেমেয়েদের এখান থেকে আইটি শিক্ষা দেওয়া যাবে এবং নিজেরাই কম্পিউটার, ল্যাপটপসহ যা যা *(বাকি অংশ ৪-এর পৃষ্ঠায়)*

বাংলাদেশে 'পেপাল' আসছে ১৯ অক্টোবর

নিউজলেটার রিপোর্ট : আগামী ১৯ অক্টোবর বহুল প্রত্যাশিত অর্থ স্থানান্তরের অনলাইন প্ল্যাটফর্ম পেপাল বাংলাদেশে চালু হচ্ছে। 'বাংলাদেশ আইসিটি এক্সপো ২০১৭' এর দ্বিতীয় দিন পেপাল সেবা কার্যক্রমের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি-বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়।

গত ৯ অক্টোবর আইসিটি টাওয়ারে আয়োজিত ফেসবুকের বুস্ট ইওর বিজনেস প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উদ্বোধন শেষে এই তথ্য জানান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক।

প্রতিমন্ত্রী জানান, সোনালী, রূপালী ব্যাংকসহ নয়টি ব্যাংকে পেপাল সেবা পাওয়া যাবে। বেশ কিছুদিন ধরেই পেপাল কর্তৃপক্ষ বাজার যাচাইসহ নানা পরীক্ষা চালিয়েছে। সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের কথা ভেবে পুরোপুরি পেপাল সেবা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। এর ফলে বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সাররা উপকৃত হবেন। এ ছাড়া রেমিট্যান্স আসার হার বাড়বে। ডিজিটাল ট্রানজেকশন বাড়বে।

অনুষ্ঠানে ফেসবুকের দক্ষিণ এশিয়ার পলিসি প্রোগ্রামের প্রধান রিতেশ মেহতা, এলআইসিটির কম্পোনেন্ট টিম লিডার সামি আহমেদ, কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক স্বপন কুমার সরকার, এলআইসিটি প্রকল্প পরিচালক মো. রেজাউল করিম, মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট অ্যান্ড কমিউনিকেশন্সের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আশরাফ কবির প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, মার্কিন কোম্পানি পেপাল হোল্ডিংস বিশ্বব্যাপী অনলাইন পেমেন্ট সিস্টেম হিসেবে কাজ করে। এটি বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ইন্টারনেট পেমেন্ট কোম্পানি হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ফ্রিল্যান্সারদের কাছে জনপ্রিয় মাধ্যম। ▶

প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় বলেছেন

২০২১ সালের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সেবার ৯০ শতাংশ সেবা তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে প্রদান করা হবে। চারটি ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ। ডিজিটাল সরকার, নাগরিক সেবা সংযুক্ত করা, মানব সম্পদ উন্নয়ন, আইটি শিল্প বিকাশ।

তথ্যপ্রযুক্তি খাতের বিভিন্ন উদ্ভাবনের ফলে মানুষের জীবনমানের পরিবর্তন হবে। আর এটাই হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য। সরকারি-বেসরকারিভাবে বিভিন্ন সিস্টেম তৈরির ফলে দেশের মানুষ লাভবান হবে। জীবন ধারার পরিবর্তন হবে। দেশে টেন্ডারবাজি থাকবে না, এটাই ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের জন্য সরকার সব রকমের সাহায্য-সহায়তা করবে। ▶

প্রতিমন্ত্রী
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২০০৮ সালে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে 'দিন বদলের সনদ' ঘোষণার মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের সেবা করার সুযোগ পাওয়ার পর থেকেই জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশাকে ধারণ করে শুরু হয় 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণের বিস্তৃত কার্যক্রম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান এবং নির্দেশনায় এগিয়ে চলেছে আইসিটি বিভাগে উন্নয়নের বিশাল কর্মকাণ্ড। ফলে, বর্তমানে দেশের কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রশাসন, কর্মসংস্থান, নাগরিক সেবা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পায়ন-বিনিয়োগসহ সর্বক্ষেত্রেই তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। সাফল্যের এই ধারা অব্যাহত রাখতে আমরা সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছি।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর দেশে আইসিটির প্রসার ও উন্নয়নে বলিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রম ইতোমধ্যেই সব শ্রেণি-পেশার মানুষের কাছে প্রশংসিত হয়েছে। অধিদপ্তরের অধীনে বাস্তবায়নাধীন 'সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন' প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলেছে দ্রুত গতিতে। এ প্রকল্পের আওতায় ২৯০১টি 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব' গঠন করা হয়েছে, যার মধ্যে ৬৫টি ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাবও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নারীদের অগ্রাধিকার ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে শুরু হয়েছে 'প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন' প্রকল্পের কার্যক্রম। এছাড়াও প্রস্তাবিত প্রকল্প ও কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে– 'ডিজিটাল কানেকটিভিটি স্থাপন' প্রকল্প, 'আইসিটি একাডেমি স্থাপন' প্রকল্প, 'ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন' প্রকল্প, 'এডুটেইনমেন্ট সেন্টার' প্রকল্প, 'পাঠ্যবইকে ডিজিটাল ইন্টারএক্টিভ বই-এ রূপান্তর' কর্মসূচি, 'ইলেকট্রনিক ভূমি রেজিস্ট্রেশন' কর্মসূচি, 'ই-ফার্মিং' কর্মসূচি, 'বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে অডিও গাইড' কর্মসূচি, 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আইটি দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ' ইত্যাদি কর্মসূচি।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর থেকে বাংলা ভাষায় নিউজলেটার প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত।

অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন/প্রস্তাবিত প্রকল্প ও কর্মসূচি বিষয়ে সুবিধাভোগীদের বিস্তারিত অবহিতকরণ এবং ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে নিউজলেটার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আমি একান্তভাবে বিশ্বাস করি।

আমি প্রকাশিতব্য নিউজলেটারের সাফল্য কামনা করছি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্টদের জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

শেখ হাসিনার অবদান
ডিজিটাল হলো জীবনমান
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি)

সবার কাছে ইন্টারনেট পৌঁছানোর কাজ চলছে: পলক

নিউজলেটার ডেস্ক: ২০২১ সালের মধ্যে দেশের শতভাগ মানুষকে ইন্টারনেট সংযোগের আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক। ১৯ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের ওয়ারথনে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম কর্তৃক আয়োজিত ইমপ্যাক্ট সামিটের প্যানেল আলোচনায় *(বাকি অংশ ৪-এর পৃষ্ঠায়)*

সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এবং 'রূপকল্প-২০২১' তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক এক নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রয়োগের অবকাঠামো বিনির্মাণ, এ খাতে বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ তৈরিকরণ, কর্মসংস্থানের অপার সুযোগ উন্মোচন, উদ্যোক্তা তৈরি ও নেতৃত্ব সৃষ্টিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জন এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করাসহ এ খাতে নব নব উদ্যোগ, প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। যার ফলে সু-শাসন প্রতিষ্ঠা, নাগরিক সেবা সহজিকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক সমস্যার সমাধান এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে তরুণ উদ্যোক্তা গঠনে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এ সমস্ত উন্নয়নমূলক কর্মসূচি/প্রকল্পসমূহের তথ্যাদি সুবিন্যস্তভাবে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে আইসিটি অধিদপ্তর কর্তৃক নিউজলেটার প্রকাশের যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তা সময়োচিত এবং প্রশংসনীয়।

আইসিটি অধিদপ্তরের এ উদ্যোগ তথ্যপ্রযুক্তি খাতে মানুষের আগ্রহ বাড়িয়ে তোলাসহ এ খাত প্রসারে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার প্রত্যাশা

সুবীর কিশোর চৌধুরী

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

শুভেচ্ছা বাণী

আইসিটি বিভাগের অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর জনগণের মধ্যে প্রযুক্তিগত সচেতনতা বৃদ্ধি করার অভিপ্রায়ে একটি বাংলা নিউজলেটার প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি।

এ কথা আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার অত্যন্ত স্বল্পসময়ে তৃণমূল পর্যায়ে প্রযুক্তি সেবা পৌঁছে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টার প্রত্যক্ষ নির্দেশনা এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার সুবিশাল কর্মযজ্ঞ।

আইটি/ আইটিইএস সেক্টরে ব্যাপক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আর্থ সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১০ সালে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করে। সরকারের কাঙ্ক্ষিত এই লক্ষ্য বাস্তবায়নকল্পে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সারাদেশে হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক/আইটি ভিলেজ স্থাপনের ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করছে।

বর্তমানে দ্বিতীয় পর্যায়ে ২৮টি হাই-টেক/আইটি/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া বেসরকারি পর্যায়ে আরো ১১ টি প্রতিষ্ঠানকে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক ঘোষণা করা হয়েছে। এগুলোর কাজ সম্পন্ন হলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের সাথে সাথে কর্মসংস্থানেরও ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হবে। এছাড়াও আইটি খাতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির বিষয়টি বিবেচনা করে দেশের সাতটি স্থানে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

আইসিটি বিভাগের চলমান কর্মসূচি, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং অগ্রগতির তথ্য আজ সব মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া খুবই জরুরি। আইসিটি অধিদপ্তর নিউজলেটার প্রকাশের মাধ্যমে এই প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি তাদের সাধুবাদ জানাই। সহযোগী সংস্থা বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ-র পক্ষ থেকে আমি নিউজলেটারের পরিপূর্ণ সাফল্য কামনা করি এবং এটি প্রকাশের জন্য যারা কাজ করছেন তাদের জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

হোসনে আরা বেগম এনডিসি

নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

শুভেচ্ছা বাণী

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর আইসিটি বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে একটি বাংলা নিউজলেটার প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে জেনে আমি আনন্দিত।

তথ্য বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যক সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। যে দেশ তথ্যের সঠিক ও কার্যকর ব্যবহারে যত বেশী অগ্রসর, সে দেশ উন্নয়নের পথে তত বেশী অগ্রগামী। এই বাস্তবতায় বাংলাদেশ সরকার অনুরূপ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিগত ২০০৯ সন হতে রূপকল্প ২০২১: ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল অন্যতম দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইতোমধ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন, ই-সেবা প্রদান, আইসিটি জনবল উন্নয়ন এবং আইসিটি শিল্পোন্নয়নে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বর্তমানে আইসিটির অন্যান্য বিবিধ ক্ষেত্র যেমন Tire IV ডাটা সেন্টার স্থাপন, দেশব্যাপী ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি সম্প্রসারণ, সফটওয়্যার কোয়ালিটি সার্টিফিকেশন, তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলাভাষার ব্যবহার সম্প্রসারণে প্রযুক্তি উদ্ভাবন, উদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আইসিটির মাধ্যমে সক্ষমতা উন্নয়ন এবং এ জাতীয় আরো অনেক ক্ষেত্রে কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে যা ২০২১ সাল নাগাদ ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য পূরণের পথে দেশকে অগ্রগামী করে তুলবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের প্রকাশিতব্য নিউজলেটার দেশের আইসিটি ক্ষেত্রের সাফল্য, আইসিটি শিল্প ও তথ্যপ্রযুক্তিবিদদের প্রচেষ্টা ও সাফল্যের তথ্য উপস্থাপন এবং সারাবিশ্বের তথ্যপ্রযুক্তির বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করবে মর্মে আমি আশা করি। এ নিউজলেটার জাতীয় উন্নয়ন-অগ্রগতিতে বিশেষ অবদান রাখবে মর্মে আমি বিশ্বাস করি। এছাড়াও প্রান্তিক মানুষের মাঝে প্রযুক্তি সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিতেও এ প্রচেষ্টা যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে।

স্বাগত জানাই এ উদ্যোগকে। উদ্যোক্তাদের প্রতি রইলো বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের পক্ষ থেকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

স্বপন কুমার সরকার

DIGITAL BANGLADESH
Skilled • Equipped • DigitalReady
ICT DIVISION
FUTURE IS HERE
DoICT
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
DEPARTMENT OF ICT

আইসিটি
নিউজলেটার

ঢাকা, অক্টোবর-২০১৭
২

ডিজিটাল বাংলাদেশ কার্যক্রমের প্রশংসায় ৩ দেশ

ডেস্ক রিপোর্ট: গত ২১ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘে এস্তোনিয়ার স্থায়ী মিশন 'ই-গভর্নেন্স: পার্টনারশিপ ফর অ্যাচিভিং এসডিজিস' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে ডিজিটাল বাংলাদেশ কার্যক্রমের প্রশংসা করেছেন এস্তোনিয়া, কলম্বিয়া ও নামিবিয়ার নেতৃবৃন্দ। এ অনুষ্ঠানে কি-নোট উপস্থাপন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক। তিনি তার বক্তব্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় ডিজিটাল বাংলাদেশের কার্যক্রম তুলে ধরেন।

জাতিসংঘ উন্নয়ন প্রকল্পের এসিস্ট্যান্ট এডমিনিস্ট্রেটর, ডিরেক্টর ফর দ্য ব্যুরো ফর পলিসি এণ্ড প্রোগ্রাম সাপোর্ট এবং জাতিসংঘের সহকারী মহাপরিচালক মাগদা মার্টিনেজ সলিমানের সঞ্চালনায় এই উচ্চ পর্যায়ের

সাইড-ইভেন্টে আরও বক্তব্য রাখেন এস্তোনিয়ার রাষ্ট্রপতি কেসটিকাল জুলাইড, নামিবিয়ার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বিষয়ক মন্ত্রী টম আলেওয়েন্ডো, কলম্বিয়ার জাতীয় পরিকল্পনা বিষয়ক মন্ত্রী লুইস ফার্নান্দেজ মেজিয়া। বক্তারা ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মকাণ্ডে সমাজের সকল শ্রেণী-পেশার অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। ▶

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, এমপি Wifi-এর উদ্বোধন করেন

Women in ICT Frontier Initiative (Wifi)-এর বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু

স্টাফ রিপোর্টার: দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নারী উদ্যোক্তা তৈরি করা ও নারীদের মাঝে আইসিটিকে সহজলভ্য করে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে জাতিসংঘের Asian and Paciftic Training Centre for Information and Communication Technology for Development (UN-APCICT/ESCAP), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বাংলাদেশ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের আয়োজনে 'Women in ICT Frontier Initiative (WIFI)' আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে।

৫ জুলাই, ২০১৭ হোটেল সোনারগাঁর বলরুমে অনুষ্ঠিত হয় এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু-বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বেগম মেহের আফরোজ চুমকি, এমপি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব সুবীর কিশোর চৌধুরী এবং UN-APCICT-এর ডিরেক্টর ড. হিউয়েন সুক রিহ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি'র সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, UN-APCICT এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে ৩ ও ৪ জুলাই, ২০১৭ হোটেল সোনারগাঁয়ে ২ দিনের Training for Trainer (ToT) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়। সরকারিভাবে ৩০ জন নারী কর্মকর্তা ও বেসরকারিভাবে ৩০ জন নারী উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি UN-APCICT, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সমন্বয়ে সম্পন্ন হয়। RUN-APCICT এর প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সাথে 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট (BIID)' এবং 'বাংলাদেশ ওমেন ইন টেকনোলজি (BWIT)' এর সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের পক্ষে মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) বনমালী ভৌমিক উক্ত স্মারকগুলোতে স্বাক্ষর করেন।

WIFI বর্তমান সরকারের ভিশন 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' স্বপ্ন বাস্তবায়নে অন্যতম ভূমিকা পালন করবে। WIFI-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ আগামী ২০১৮ সালের মধ্যে ৩০ হাজার নারী উদ্যোক্তা তৈরি করার জন্য 'শী পাওয়ার প্রজেক্ট' নামক একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ▶

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব প্রকল্পে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

নাটোর জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ড. চিত্রলেখা নাজনীন প্রশিক্ষণীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন

ডেস্ক রিপোর্ট: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কম্পিউটার শিক্ষা সম্প্রসারণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, কর্মদক্ষতা এবং ভাষাগত দক্ষতা ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে দেশের সকল জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ২০০১টি 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব' ও এই ল্যাবে ৬৫টি ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপিত হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে আরও ৮০০টি 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব' ও ১০০টি 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ক্লাসরুম' স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে আরও ১০৪৮টি 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব', ২১টি ' শেখ রাসেল ডিজিটাল ক্লাসরুম' ও সৌদি আরবে ১৫টি বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব' স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ আগস্ট, ২০১৬ ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে সারাদেশে স্থাপিত ২০০১ টি 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব'-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

ইতোমধ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্থাপিত ২০০১টি 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব'-এ ২০০১টি ICT ক্লাব গঠন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এই পরিকল্পনার বাইরেও গুণগত শিক্ষার মান উন্নয়ন ও SDG (Sustainable Development Goal) অর্জনে 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব'-এর কার্যকর ব্যবহারের নিমিত্তে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর ও কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সারাদেশের প্রত্যেকটি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব সংশ্লিষ্ট ৩ জন শিক্ষককে ICT in education literacy, Troubleshooting and Maintenance বিষয়ে ৫ দিনের মৌলিক প্রশিক্ষণ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও আইসিটি অধিদপ্তরের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক বিগত ৩ মে, ২০১৭ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে দেশের ৪১ টি পলিটেকনিকসহ জেলা প্রশাসনের ICT অবকাঠামো ব্যবহার করে ২৯০১ X ৩ = ৮৭০৩ জনকে ৫ (পাঁচ) দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যার ফলে ল্যাব ব্যবহারের কার্যকারিতা অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এছাড়াও জেলা, উপজেলা পর্যায়ের স্কুলে স্থাপিত 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব' মনিটরিং-এর জন্য ড্যাশবোর্ড মনিটরিং মেনেজমেন্ট সিস্টেম তৈরি করা হচ্ছে। ড্যাশবোর্ড-এর প্রাথমিক ভার্সন তৈরি করা হয়েছে। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এটি সম্পন্ন করা হবে। ▶

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে জনপ্রশাসন পদক-২০১৬ গ্রহণ করছেন মো: মোতাহার হোসেন

সহকারী প্রোগ্রামার মো: মোতাহার হোসেন পেলেন জনপ্রশাসন পদক-২০১৬

ডেস্ক রিপোর্ট: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের যশোর সদর উপজেলার সহকারী প্রোগ্রামার মো: মোতাহার হোসেন জনসেবা প্রদানে উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় পর্যায়ে সাধারণ (দলগত) ক্যাটাগরিতে জনপ্রশাসন পদক-২০১৬ এর জন্য চূড়ান্তভাবে মনোনীত হন। তিনি গত ২৩ জুলাই ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে উক্ত পদক গ্রহণ করেন। ▶

সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'জাতীয় ইন্টারনেট সপ্তাহ' ২০১৬

মিম্‌ইয়া ইসলাম চৌধুরী : দেশের সরকারি বিভিন্ন সেবা, ইন্টারনেটভিত্তিক ব্যবসায়ের প্রচার-প্রসার ও ইন্টারনেট গ্রাহক বাড়াতে বাংলাদেশে দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছে 'জাতীয় ইন্টারনেট সপ্তাহ ২০১৬'। গত ২৩ মে সকালে রাজধানীর ঢাকা কলেজ প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় দুইদিনব্যাপী মেলার।

জাতীয় ইন্টারনেট সপ্তাহ ২০১৬-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছবি: হোসাইন সৌরভ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) এই মেলার আয়োজন করে। ঢাকায় বৃহৎ এই মেলার পাশাপাশি বাংলাদেশের সবকটি উপজেলায় (৪৯০টি উপজেলা) ১৬ থেকে ১৮ মে, ২০১৭ তিন দিনব্যাপী জাতীয় ইন্টারনেট সপ্তাহ ২০১৬-এর আয়োজন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে এবারের জাতীয় ইন্টারনেট সপ্তাহের উদ্বোধন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব সুবীর কিশোর চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেসিস সভাপতি মোস্তাফা জব্বার, বিসিসির নির্বাহী পরিচালক স্বপন কুমার সরকার এবং ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো: মোয়াজ্জম হোসেন মোল্লাহ্। সভাপতিত্ব করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বনমালী ভৌমিক। আরও বক্তব্য রাখেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মালিহা নার্গিস, জাতীয় ইন্টারনেট সপ্তাহের আহ্বায়ক ও বেসিস পরিচালক সৈয়দ আলমাস কবীর প্রমুখ।

জাতীয় ইন্টারনেট সপ্তাহে দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রায় ২৫টি ই-কমার্স কোম্পানি, মোবাইল অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট প্রতিষ্ঠান, ওয়েব পোর্টাল, ডিভাইস কোম্পানিসহ ইন্টারনেটভিত্তিক পণ্য ও সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে। নিজস্ব স্টলে তারা তাদের সফটওয়্যার ও তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর বিভিন্ন সেবা তুলে ধরেছেন।

এছাড়াও দুইদিনে বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৪টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

ইন্টারনেট সপ্তাহের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- প্রিন্ট এবং ডিজিটাল মিডিয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়;
- ২৩ টি টিভি চ্যানেলে ঢাকা এক্সপো সম্পর্কে খবর প্রচারিত হয় এবং উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি বিটিভিসহ অন্যান্য টিভি চ্যানেলে লাইভ প্রচারিত হয়;
- সারা বাংলাদেশের তরুণ বিশেষত তৃণমূল পর্যায়ের মানুষ যারা ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত তাদেরকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে;
- কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকায় প্রায় ৩০,০০০ হাজার তরুণ-তরুণী, স্কুল কলেজের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ অংশগ্রহণ করে;
- জাতীয় ইন্টারনেট সপ্তাহ ২০১৬-তে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) অর্জন, গুণগত শিক্ষার মান উন্নয়ন, ICT শিক্ষার বিস্তার ও প্রসার, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি লক্ষ্যসমূহকে সামনে রেখে মোট ০৫টি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ▶

নবেম্বরে ৯৯৯-এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু

হোসাইন সৌরভ: '৯৯৯' নম্বরে ফোন করে জরুরি প্রয়োজনে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও অ্যাম্বুলেন্স পাওয়ার সেবা আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হচ্ছে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। এতদিন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে পরীক্ষামূলকভাবে এই সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হলেও আনুষ্ঠানিক পথচলায় নেতৃত্ব দেবে পুলিশ বিভাগ।

গত ৮ অক্টোবর সচিবালয়ে তথ্য ও প্রযুক্তিভিত্তিক ৯৯৯ জরুরি সেবার জাতীয় কল সেন্টার স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প বিষয়ক সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এ তথ্য জানান।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'বিদেশে একটি নম্বরে কল দিলেই জরুরি সেবাগুলো হাতের কাছে এসে যায়। আমাদের ৯৯৯ নম্বরে সেবা পৃথক ইউনিটের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে। সবগুলো ইউনিট এক জায়গায় এনে আমরা ৯৯৯ নম্বরে সব জরুরি সেবা পাওয়া নিশ্চিত করব।'

'এর সুবিধা হলো একজন মানুষ যখনই বিপদে পড়বে, আগুন, অ্যাম্বুলেন্স কিংবা পুলিশি সেবা যখন চাইবেন তখনই ৯৯৯-তে কল করে এই সুবিধা পাবেন।'

সভায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক বলেন, 'গত ১৬ অক্টোবর থেকে ৯৯৯ নম্বরটি পরীক্ষামূলকভাবে চলমান। আমরা গবেষণামূলক কার্যক্রম হাতে নিয়েছিলাম। প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টার নির্দেশনায় আমরা বিশ্বের আধুনিকতম একটা ইমার্জেন্সি সার্ভিস সেন্টার করতে চাই- যেখানে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও অ্যাম্বুলেন্স এই তিনটি জরুরি সেবা মানুষ পাবে'।

তিনি আরও বলেন, 'যে কেউ ৯৯৯ নম্বরটাকে তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু হিসেবে মনে করে। তথ্য ও ডিজাইনটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে হস্তান্তরের পর যত ধরনের সহযোগিতা করার আমরা করব।

সভায় পুলিশের মহাপরিদর্শক এ কে এম শহীদুল হক বলেন, 'এটা মেইনলি পুলিশ অপারেট করবে। বিশ্বব্যাপী সব জায়গায়ই ৯৯৯ সার্ভিসে পুলিশ কাজ করে। এখানে একটা সেন্টার হবে। আমাদের সঙ্গে ইন্টারফেস থাকবে ফায়ার ব্রিগেড ও হেলথ্ সার্ভিসেস। যেখানে ফায়ার ব্রিগেড প্রয়োজন হবে আমরা ডেসপাস করে দেব ফর স্পিডি অ্যাকশন, যেখানে অ্যাম্বুলেন্স দরকার সেটাও ডেসপাস করে দেব।' ▶

গত ৭ মে আইসিটি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাগণের মধ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়

সতর্ক নজরদারি

(শেষ পৃষ্ঠার পর) ফেসবুক, মেসেঞ্জারে এসএমএস দিচ্ছে, নক করে গেমটি খেলতে প্রলুব্ধ করা হচ্ছে-যার সবকিছুই সঠিক নয়। আমরা সব সময় দেখছি, লিংকগুলো চিহ্নিত করা হচ্ছে, রিমুভ করা হচ্ছে। আমরা গোয়েন্দা সংস্থা, বিটিআরসিকে বলেছি, সেগুলো ব্লক করতে। পাশাপাশি আমাদের আইসিটি বিভাগের যে বিডি-সার্ট আছে তারাও গেমটির প্রতি নজর রাখছে।'

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, গেমটির ভয়ঙ্কর দিক হলো এর অ্যাপ। বলা হচ্ছে, অ্যাপটি স্মার্টফোনে একবার ইনস্টল হয়ে গেলে তা আর রিমুভ করা যায় না। ফলে নোটিফিকেশন আসতেই থাকে। যা এক পর্যায়ে বিরক্তির চূড়ান্ত পর্বে নিয়ে গেমটি খেলতে বাধ্য করে। এছাড়া, এ সংক্রান্ত বিভিন্ন লিংক বা সাইটে (অচেনা, অজানা) ক্লিক করলেই বিপদ। সংশ্লিষ্টরা আরও জানান, গুগলের প্লে স্টোর বা অ্যাপলের অ্যাপস্টোরে গেমটি সাধারণভাবে পাওয়া যায় না। ডার্ক ওয়েবে গেমটি পাওয়া যেতে পারে। ▶

সম্পাদকীয়

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি, সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, অবকাঠামো নির্মাণ এবং আইসিটি শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে ২০২১ সনের মধ্যে একটি Middle Income countryতে উন্নয়নসহ আইটি খাতে ০২ (দুই) মিলিয়ন কর্মসংস্থান এবং ০৫ (পাঁচ) বিলিয়ন মার্কিন ডলারের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন। বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হলে আমাদের সামাজিক নিরাপত্তা, মানসম্মত শিক্ষা ও শ্রমব্যবস্থাপনা, নারী ও শিশুর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ এবং শিক্ষা/পুষ্টির নিশ্চয়তা, উপযুক্ত কাজের পরিবেশ, লিঙ্গসমতা ও বৈশ্বিক সম্পর্কসহ ICT খাতের বিকাশ অপরিহার্য।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উদ্ভাবনী কার্যাবলি তথা তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রসরতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। তথ্যপ্রযুক্তি বিকাশের সাথে সাথে আমাদের জীবন ধারণ, পেশার পরিবর্তন, আচার-আচরণ ও চলাফেরাতেও ইতোমধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে এবং দ্রুত আরও পরিবর্তন আসছে। এ লক্ষ্যসমূহ অর্জনে বর্তমান সরকার সামাজিক সমস্যা সমাধান, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, নাগরিক সেবা সহজিকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে তরুণ উদ্যোক্তা গঠনে প্রতিনিয়তই বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল উদ্যোগ, প্রকল্প/ কর্মসূচি গ্রহণসহ বাস্তবায়ন করছে। সরকারের নিরলস প্রচেষ্টায় সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইতোমধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিভিন্ন সূচকে ইতিবাচক ফলাফল/প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তি খাতের নব নব উদ্যোগ, সরকারি/ বেসরকারি খাতের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের সফলতার বার্তা দ্রুত সময়ে জনগণের হাতের নাগালে পৌঁছানোর লক্ষ্যে আইসিটি বিভাগের পক্ষ থেকে আইসিটি অধিদপ্তর একটি 'নিউজলেটার' প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যার ফলে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে যাদের প্রবল আগ্রহ রয়েছে যেমন-শিক্ষার্থী, তরুণ উদ্যোক্তা, তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগকারীসহ আপামর জনগণ এ খাতের নব নব উদ্ভাবন সম্পর্কে অবহিত হবেন এবং কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবেন।

উদ্বোধনী সংখ্যায় পাঠকের অবগতির জন্য বিগত দিনের বিভিন্ন কার্যক্রমের কিছু সংবাদ সংক্ষিপ্তাকারে পরিবেশন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

নিউজলেটার প্রকাশ উপলক্ষে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সম্মানিত সচিব এবং সহযোগী সংস্থার প্রধানগণ শুভেচ্ছা বাণী প্রদান করে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

এছাড়াও নিউজলেটার প্রকাশে যারা পরামর্শ, দিকনির্দেশনা ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা রইলো।

এ উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। ▶

দৃষ্টিপাত

বাংলাদেশের শিশুরাই হবে প্রোগ্রামার

মোস্তাফা জব্বার

নিউজলেটার ডেস্ক: বেসিস সভাপতি মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, বাংলাদেশের শিশুরাই হবে প্রোগ্রামার। দুনিয়াজুড়ে রয়েছে প্রোগ্রামারদের বিপুল চাহিদা। পৃথিবীর সব উন্নত দেশ প্রোগ্রামার খুঁজে বেড়ায়। বিশ্বে প্রোগ্রামাররা কেবল চাহিদার শীর্ষে নয়, তারাই পায় সর্বোচ্চ সম্মানী ও সম্মান। ডিজিটাল দুনিয়াতে সেরা পেশাটির নাম প্রোগ্রামার। বাংলাদেশেও প্রোগ্রামারদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। কিন্তু দেশে সফ্টওয়্যারের কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রোগ্রামার পাওয়া যায় না। সম্প্রতি শিশুদের প্রোগ্রামিং শেখানোর জন্য বেসিস আয়োজিত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনকালে বেসিস সভাপতি এই কথাগুলো বলেন। বেসিস তার অঙ্গ সংগঠন বেসিস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিআইটিএম)-এর সহায়তায় শুধুমাত্র স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের 'ক্র্যাচ প্রোগ্রামিং পরিচিতি' শীর্ষক প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

মোস্তাফা জব্বার বলেন, বাংলাদেশে কম্পিউটার বিজ্ঞান পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়লেও তুলনামূলকভাবে বাড়েনি প্রোগ্রামারের সংখ্যা। বরং কম্পিউটার বিজ্ঞান যারা পড়ে তাদের মাঝেও রয়েছে প্রোগ্রামিং ভীতি। তিনি আরো বলেন, আমাদের কাছে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে কম্পিউটার বিজ্ঞান পড়ে এমন ছাত্র-ছাত্রীদের শতকরা মাত্র ৮ জন প্রোগ্রামার হতে চায়। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব অনুসারে কম্পিউটার বিজ্ঞানে ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের ৫৮ জন কয়েক মাসের মধ্যেই এই বিষয় পড়া বাদ দিয়ে দেয়। তাদের কাছে বিষয়টি জটিল মনে হয়। আমরা মনে করি, এই অবস্থার পরিবর্তন করার জন্য কেবল স্নাতক বা কলেজ স্তরে প্রোগ্রামিং শেখানোর উদ্যোগ নিলে হবে না। প্রোগ্রামার তৈরির জন্য শৈশব থেকেই শিশুদের প্রোগ্রামিং সম্পর্কে ধারণা দেওয়া প্রয়োজন। এজন্য তাদের উপযোগী প্রোগ্রামিং শিক্ষা দিতে হবে, যার সহজতম উপায় হলো ক্র্যাচ প্রোগ্রামিং শেখানো। ক্র্যাচ এমন একটি প্রোগ্রামিং ভাষা যা দিয়ে কোনো কোড লিখতে হয় না এবং কেউ একে খেলা হিসেবেই নিতে পারে। বেসিস সভাপতি আরও বলেন, বেসিস শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকে ক্র্যাচ শেখানোর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশে একটি মাইলফলক উদ্যোগ গ্রহণ করলো। আমরা বেসিস থেকে মূলত একটি শিশু প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে চাই। তবে আমাদের এই কাজটি একটু চ্যালেঞ্জিং। শিশুদের বিষয়টি হচ্ছে যে, আগে তাদেরকে শেখাতে হবে এবং তারপর প্রতিযোগিতায় তাদেরকে ডাকতে হবে। আমরা শিশুদেরকে সরাসরি শেখাবো এবং একই সাথে শিশুদেরকে শেখানোর জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকেও শেখাবো। আমরা আমাদের বিশাল যাত্রার সূচনা করলাম। এরই ধারাবাহিকতায় বেসিসের উদ্যোগে ২০১৮ সালের প্রথমার্ধে আয়োজন করা হবে শিশু-কিশোর প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা। ▶

'বিপিও' বাংলাদেশের নতুন সম্ভাবনা

জুনাইদ আহ্মেদ পলক

বাংলাদেশের নতুন সম্ভাবনার নাম বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং বা বিপিও। আমাদের লক্ষ্য এই বাজারে নিজেদের অবস্থানকে জোরদার করার পাশাপাশি স্থানীয় আউটসোর্সিং-এর বাজারকে সম্প্রসারণ ও সমৃদ্ধ করা। বাংলাদেশের বিপিও ব্যবসার প্রবৃদ্ধি বছরে শতকরা ১০০ ভাগের বেশি, যার বর্তমান বাজারমূল্য ১৮০ মিলিয়ন ডলারের কিছু বেশি। ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক অর্থনীতিতে শুধু বিপিও খাতের কার্যকর প্রতিফলনের মাধ্যমে বিশ্বের অনেক দেশ অর্থনীতিতে বিপুল উন্নতি সাধন করেছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার অনেক দেশ এই খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে বিশ্বের সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দেশে পরিণত হয়েছে। ফিলিপাইন ও ভারত এর উজ্জ্বল উদাহরণ। আইসিটিতে বাংলাদেশের যে পরিবর্তনের গল্প সেখানে এই মুহূর্তে গত সাড়ে ৭ বছরে অর্থাৎ ২০০৯ সাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় ৯ লাখেরও বেশি তরুণ-তরুণীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান হয়েছে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে শুরু করে বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং সেন্টার (বিপিও), সফ্টওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, মোবাইল গেমিং, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন থেকে শুরু করে আমাদের আইসিটি সেক্টরের ফ্রিল্যান্সিং, আপওয়ার্ক সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে আমরা প্রায় ৪০০ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছি। ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশে'র রূপকল্প দিয়েছিলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য পুত্র, আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ-এর তত্ত্বাবধানে আমরা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। এর আলোকেই ডিজিটাল বাংলাদেশ তথা জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে বলে সবাই আশাবাদী। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আজকের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বঙ্গবন্ধুর 'স্বনির্ভর সোনার বাংলা'র পরিবর্তিত রূপ। ২০২১ সাল নাগাদ যে মধ্যম আয়ের দেশ বিনির্মাণের জন্য রূপকল্প দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা, সেখানে তিনি আমাদেরকে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাক্রমে আমরা ২০২১ সাল নাগাদ ৫০০ কোটি ডলার বৈদেশিক মুদ্রা আইসিটি শিল্প থেকে আয় করতে পারব বলে আশাবাদী। সেই সময়ে আমাদের জিডিপিতে ৫ শতাংশ অবদান থাকবে আইসিটি শিল্প থেকে এবং এই ৫ বিলিয়ন ডলার এক্সপোর্ট আর্নিং এবং ৫ শতাংশ জিডিপি কন্ট্রিবিউশন-এর জন্য আমরা ২০ লাখ তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা আগামী ৫ বছরে করতে সক্ষম হব। বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের সংখ্যা প্রায় ৬৫ শতাংশ। ইতোমধ্যেই সারাবিশ্বের জনতাত্ত্বিক বিভাজনের যে গবেষণা সেখানে বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৬৫ শতাংশ জনগোষ্ঠীর বয়স ৩৫ বছরের নিচে এবং ৫০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর বয়স ২৫ বছরের নিচে। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৯৭০ সালে নাইজেরিয়া এবং সাউথ কোরিয়া একই ধরনের জনতাত্ত্বিক বিভাজন ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু আজকে আমরা সবাই জানি যে সাউথ কোরিয়া বিগত ৪০ বছরে তাদের জনতাত্ত্বিক বিভাজন কাজে লাগিয়ে বিশ্বের অন্যতম একটি অর্থনৈতিক শক্তিশালী দেশে পরিণত হয়েছে, কিন্তু নাইজেরিয়া সেই জনতাত্ত্বিক বিভাজন কাজে লাগাতে না পারার কারণে, সেই কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। তাই আমরা মানব সম্পদ উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি নজর দিতে চাই। আমাদের প্রাইমারি বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদালয় পর্যন্ত এই মুহূর্তে ৪ কোটি শিক্ষার্থী। এর মধ্যে ছেলে ও মেয়ের সংখ্যা প্রায় সমান। এই ৪ কোটি শিক্ষার্থী তাদেরকে প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য আমরা আইসিটি বিষয়কে '৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ' শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু প্রকল্প আমাদেরকে ইতোমধ্যে অনুমোদন দিয়েছেন। 'লিভারাইজিং আইসিটি ফর গ্রোথ ইমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড গভর্নেন্স' এই প্রকল্পের আওতায় আইসিটি বিভাগে যারা উপশহরে বা মফস্বল শহরে বসবাস করছে তাদের জন্য আমাদের ৫৫ হাজার ফ্রিল্যান্সার ট্রেনিং দিতে একটি প্রকল্প ইতোমধ্যে আমরা পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন পেয়েছি এবং আশা করছি আগামী ৩ বছরে ৫৫ হাজার ফ্রিল্যান্সারকে আমরা সরকারিভাবে প্রশিক্ষণ দিতে পারব। এছাড়া, হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ তাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ৩ হাজার ফ্রিল্যান্সারকে প্রশিক্ষণদান সম্পন্ন করেছে। বিশ্বের ৪০টি দেশে এই মুহূর্তে আমরা আইসিটি পণ্য ও সেবা রফতানি করি। আমরা যে ৩৩ বিলিয়ন ডলার এক্সপোর্ট করি তার মধ্যে কিন্তু ২৮ বিলিয়ন ডলার আসে গার্মেন্টস সেক্টর থেকে। এই মুহূর্তে এমন আর কোনও পণ্য নেই যে যেখান থেকে আমাদের দেশে ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি রফতানি আয় আসে। একমাত্র আইসিটি সেক্টর যেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে এবং আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়-এর সুপরামর্শে আমরা এই সেক্টরের টার্গেট নির্ধারণ করেছি যে আমরা ২০২১ সাল নাগাদ ৫ বিলিয়ন ডলার রফতানি করব। সেখানে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ডেনমার্ক, জার্মানি, ভারত, মালয়েশিয়া, সৌদি আরব, নেদারল্যান্ডস এবং অস্ট্রেলিয়াসহ ৪৪টি দেশে আমাদের দেশীয় কোম্পানিগুলো রফতানি করছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের টাইগার আইটি কোম্পানি নেপালে 'ন্যাশনাল স্মার্ট কার্ড প্রজেক্ট'-এ ৪৩ বিলিয়নের প্রজেক্ট পেয়েছে যা সরাসরি বাংলাদেশের রফতানি আয় হিসেবে বিবেচিত হবে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ মোবাইল ব্যাংকিং-এ বিশ্বের কাছে আমরা চ্যাম্পিয়নে পরিণত হয়েছি। আমাদের মোবাইল ব্যাংকিংয়ে প্রতিদিন ৫০০ কোটি টাকার বেশি লেনদেন হচ্ছে। বিল গেটস তাঁর 'বিল ও মিলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন' আন্তর্জাতিক স্বীকৃত মোবাইল ব্যাংকিং সলিউশন 'বিকাশ'-এ বিনিয়োগ করেছে। বাংলাদেশ সম্পর্কে বিল গেটস বলেছেন যে, 'প্রযুক্তিকে দুর্দান্তভাবে গ্রহণ করেছে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ।' গত জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে আইটিইউ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আইসিটি সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত করেছে, যা জাতিসংঘের আইসিটি সেক্টরের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি ও সম্মান। আমাদের প্রযুক্তি গ্রহণের যে হার, তাতে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে বিশ্বের কাছে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আমরা ১৩ কোটিরও বেশি মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর দেশে পরিণত হয়েছি। দেশে এখন ৬ কোটিরও বেশি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী রয়েছেন। আমাদের বিদ্যুৎ যার ওপরে সবচেয়ে বেশি নির্ভর করে আইসিটি সেক্টর, সেই বিদ্যুতের উৎপাদন গত সাড়ে ৭ বছরে প্রায় ৪০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সব সরকারি অফিস এখন ডিজিটাল সিস্টেমের আওতায় চলে এসেছে। সবখানে এখন ডিজিটাল প্রযুক্তির ছোঁয়া। ই-গভর্নেন্স, ই-এডুকেশন, ই-কমার্স থেকে শুরু করে ই-এগরিকালচার এবং ই-মেডিসিন পর্যন্ত এর শাখা বিস্তৃত। বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার শিক্ষার্থী স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে যারা দেশ গঠনের অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য নিজেদেরকে গড়ে তুলছেন। এরজন্য প্রয়োজন শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থান তৈরি করা। বিপিও খাত ২০২১ সালের মধ্যে এই শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর মাধ্যমে দেশে মোট ২ লাখ নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। ২০০৮ সাল থেকে হাঁটি হাঁটি পা পা করে আমাদের যে খাতের সূচনা হয়েছিল তা এরইমধ্যে একটি সম্মানের জায়গা তৈরি করতে পেরেছে, নিজেদের সক্ষমতা ও উল্লেখযোগ্যতা তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, বিপিও সেক্টর বাংলাদেশের নতুন সম্ভাবনা। ▶

> বিল গেটস তাঁর 'বিল ও মিলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন' আন্তর্জাতিক স্বীকৃত মোবাইল ব্যাংকিং সলিউশন 'বিকাশ'-এ বিনিয়োগ করেছে। বাংলাদেশ সম্পর্কে বিল গেটস বলেছেন যে, 'প্রযুক্তিকে দুর্দান্তভাবে গ্রহণ করেছে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ।'

> গত জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে আইটিইউ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'আইসিটি সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত করেছে, যা জাতিসংঘের আইসিটি সেক্টরের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি ও সম্মান।

লেখক: প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশের উন্নয়ন করতে হবে: জাফর ইকবাল

নিউজলেটার ডেস্ক: সায়েন্স ফিকশন লেখক ও প্রযুক্তিবিদ অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেছেন, 'কায়িক পরিশ্রমের দিন শেষ। আমাদেরকে মানসিক পরিশ্রমের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশের উন্নয়ন করতে হবে।' দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সফলতার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আজকের তরুণরাই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অন্যতম কারিগর। তরুণদের সময় ও শ্রমকে কাজে লাগিয়ে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে।' বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজিতে (বিইউবিটি) সম্প্রতি 'ডিজিটাল বাংলাদেশ: তারুণ্যের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান বক্তার বক্তৃতায় মুহম্মদ জাফর ইকবাল এসব কথা বলেন। বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য প্রফেসর মো. আবু সালেহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিইউবিটি'র একাডেমিক এডভাইজরি কমিটির আহ্বায়ক এবং বিইউবিটি ট্রাস্টের সম্মানিত সদস্য প্রফেসর ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিক। মুহম্মদ জাফর ইকবাল নতুন প্রজন্মকে তথ্যপ্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত জীবন গড়ার আহ্বান জানান। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগের ডীন, শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং হাজারো ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। ▶

DIGITAL BANGLADESH
Skilled • Equipped • DigitalReady
ICT DIVISION
FUTURE IS HERE
DoICT
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
DEPARTMENT OF ICT

আইসিটি
নিউজলেটার

ঢাকা, অক্টোবর-২০১৭
৪

ওরিয়েন্টেশন কোর্সে আইসিটি বিভাগের সচিব এবং অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ অন্যান্য অতিথিগণ

আইসিটি অধিদপ্তরে নবনিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের ওরিয়েন্টেশন কোর্স

রুমা ধর : গত ১৬ সেপ্টেম্বর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরে নবনিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের 'সরকারি সেবা প্রদান দ্রুতকরণ বিষয়ে অবহিতকরণ' শীর্ষক এক ওরিয়েন্টেশন কোর্সের আয়োজন করা হয়।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের সচিব সুবীর কিশোর চৌধুরী। অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এই ওরিয়েন্টেশন কোর্সে সভাপতিত্ব করেন মহাপরিচালক বনমালী ভৌমিক (অতিরিক্ত সচিব)। বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত মহাপরিচালক মালিহা নার্গিস (যুগ্ম-সচিব), সিস্টেমস্ ম্যানেজার মো: মহসিনুল আলম (যুগ্ম-সচিব) এবং শী পাওয়ার প্রজেক্টের প্রকল্প পরিচালক মো: সোলায়মান মণ্ডল (উপ-সচিব)।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের অধীনে তৃতীয় শ্রেণীর ১০টি পদে নিয়োগের জন্যে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। সেই মোতাবেক লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষা শেষে মোট ৬৯ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীগণ ১৪ সেপ্টেম্বর কর্মক্ষেত্রে যোগদান করেন। ▶

যশোরে দিনব্যাপী চাকরি মেলা

নিজস্ব রিপোর্ট: গত ৫ অক্টোবর বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সফটওয়্যারের আঁতুড়ঘরখ্যাত যশোরের শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে এক দিনের চাকরি মেলার আয়োজন করে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক মেলার উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হোসনে আরা বেগম। এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন যশোর সদর আসনের সাংসদ কাজী নাবিল আহমেদ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব সুবীর কিশোর চৌধুরী, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেসের (বেসিস) সভাপতি মোস্তাফা জব্বার, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আনোয়ার হোসেন, জেলা প্রশাসক আশরাফ উদ্দিন, পুলিশ সুপার আনিসুর রহমান, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শহিদুল ইসলাম প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য দেন প্রকল্প পরিচালক জাহাঙ্গীর আলম। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুনির হাসান। ▶

ইন্টারনেট পৌঁছানোর কাজ চলছে

(প্রথম পাতার পর) অংশ নিয়ে দেশের বিভিন্ন ডিজিটাল কর্মকাণ্ডের চিত্র তুলে ধরেন তিনি।

অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে দেশে ১০ লাখ মানুষ অনলাইনে কাজ করছে। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির প্রতিবেদন অনুসারে, বিশ্বে অনলাইন কর্মী সরবরাহের দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থান বাংলাদেশের। আগামী তিন বছরে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ২০ লাখ কর্মসংস্থান তৈরি হবে। জুনাইদ আহ্মেদ প্যানেল আলোচনায় বলেন, 'ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সবার জন্য ইন্টারনেট সংযোগ সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। নানামুখী প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে শতভাগ মানুষকে ইন্টারনেট সংযোগের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে।'

এসময় অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মকাণ্ডের নিজস্ব অভিজ্ঞতার বর্ণনা করে এর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে আইসিটি খাতে নারীর ৫০ শতাংশ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সরকারের ওয়াইফাই (উইমেন আইসিটি ফ্রন্টিয়ার ইনিশিয়েটিভ) প্রকল্প চালু করায় সাধুবাদ জানান।

জিডেকা হেরির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে রুয়ান্ডার যুব ও আইসিটি মন্ত্রী জিন ফিলবার্ট সেজিমনা, পাকিস্তানের আইসিটি প্রতিমন্ত্রী আনুশা রহমান খান ও টার্কসেলের সিইও কান টার্জিগ্লু বক্তব্য রাখেন। ▶

স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী

(১ম পৃষ্ঠার পর) প্রয়োজন তৈরির কাজ করতে পারবে।

২৩৮ কোটি টাকা সম্ভাব্য ব্যয় ধরে হাইটেক পার্কটির অনুমোদন দেয় একনেক, যা ২০১৮ সালের মধ্যেই বাস্তবায়নের কথা রয়েছে। শহরের উপকণ্ঠে পদ্মাপাড়ে এই তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক ইকোনোমিক হাব গড়ে তুলতে ৩১ একর জায়গাজুড়ে বঙ্গবন্ধু সিলিকন সিটির কাজ শুরু হয়। ইতোমধ্যে পার্কটিতে রাস্তা, নিচু জায়গায় মাটি ভরাট, ল্যাম্প পোস্ট স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ১৪ হাজার তরুণ-তরুণীর তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্পটি নেয়া হয়েছে। ▶

জাতীয় উন্নয়ন মেলা-২০১৬

আইসিটি অধিদপ্তরের পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) এবং উপ-পরিচালক (অর্থ)-এর পটুয়াখালীর কলাপাড়া উন্নয়ন মেলা পরিদর্শন

মিম্ইয়া ইসলাম চৌধুরী: গত ২৫ ও ২৬ জুলাই, ২০১৬ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় প্রতিবছর বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসকে সামনে রেখে ০৯-১১ জানুয়ারি 'উন্নয়ন মেলা' আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই অনুযায়ী ০৯-১১ জানুয়ারি-২০১৭ সারাদেশে একযোগে উন্নয়ন মেলা-২০১৬ সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই উন্নয়ন মেলায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং সারাদেশের বিভিন্ন স্থানে উপজেলা প্রশাসনের সাথে স্টল নিয়ে সার্বিক কার্যক্রমে অংশ নেয়।

মেলার মূল বিষয়সমূহ হলো-

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র উল্লেখযোগ্য ১০টি উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক অর্জিত আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি/ সাফল্য/ পুরস্কার সম্পর্কিত প্রচারণা।
- রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এ উন্নত বাংলাদেশের প্রস্তাবনা সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ/ ২০৪১ অর্জন এবং বাস্তবায়নের সাথে জনগণকে সম্পৃক্তকরণ;
- Millennium Development Goal (MDGs) অর্জনে সরকারের সাফল্য এবং Sustainable Development Goal (SDGs) সম্পর্কে ধারণা দেয়াসহ লক্ষ্য বাস্তবায়নে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকরণ;
- সংশ্লিষ্ট জেলার ঐতিহ্য ও পর্যটন;
- প্রত্যেক জেলার একটি অনন্য পণ্য নিয়ে ঐ জেলার ব্রান্ডিং;
- নারীর ক্ষমতায়নে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ;
- তথ্য-প্রযুক্তি, সেবাখাত, অবকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি খাতে বাংলাদেশের অর্জন;
- বাংলাদেশে বিনিয়োগ সম্ভাবনা;
- স্থানীয় উন্নয়ন চাহিদা সম্পর্কে অবহিত হওয়া (জেলা/উপজেলা উন্নয়ন ভাবনা) এবং গণশুনানি গ্রহণপূর্বক স্থানীয় সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান;
- বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক জনগণকে প্রদেয় সেবা মেলাতে প্রদানের সুযোগ রাখা। ▶

গ্রেট অনলাইন ফেস্টিভ্যাল-২০১৭ অনুষ্ঠিত

হোসাইন সৌরভ: 'বিশ্ব দেখি দেশের চোখে' এই শ্লোগানকে ধারণ করে গত ১৯, ২০ ও ২১ সেপ্টেম্বর কৃষিবিদ ইন্সটিটিউশন অব বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয় তিন দিনব্যাপী 'নিটল-নিলয় গ্রেট অনলাইন ফেস্টিভ্যাল-২০১৭'। বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ এর উদ্বোধন করেন।

অনলাইনের মাধ্যমে সব ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়কে জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে এই ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করে আরশিনগর মিডিয়া। এতে সহযোগিতা প্রদান করে আইসিটি মন্ত্রণালয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে ফেস্টিভ্যালে একটি আকর্ষণীয় স্টল দেওয়া হয়। অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এতে বিভিন্ন পর্যায়ে উপস্থিত ছিলেন। ফেস্টিভ্যালে প্রচুর দর্শক সমাগম হয়। ▶

আইসিটি অধিদপ্তরের স্টল

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক
আইসিটি নিউজলেটার প্রকাশে
আন্তরিক অভিনন্দন

- মেধা ও মননে
- আইসিটি শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে
- টেকসই উন্নয়নে
- ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে

গত ১৩ আগস্ট ২০১৬ গণভবনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সারাদেশে স্থাপিত ২০০১টি 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শেখ রাসেল ও বঙ্গবন্ধু পরিবারের উপর আয়োজিত কবিতা, রচনা ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং আইসিটি প্রতিমন্ত্রী

শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব
সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন প্রকল্প
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

DIGITAL BANGLADESH
Skilled • Equipped • DigitalReady
ICT DIVISION
FUTURE IS HERE
DoICT
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
DEPARTMENT OF ICT
আইসিটি
নিউজলেটার
ঢাকা, অক্টোবর-২০১৭
৫

১৫ ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে আইসিটি বিভাগের শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিপিও সামিট বাংলাদেশ-২০১৬

নিউজলেটার ডেস্ক: আইসিটি বিভাগের মূল আয়োজনে বাস্তবায়নকারী সংস্থা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কল সেন্টার এন্ড আউটসোর্সিং (BACCO)-এর যৌথ উদ্যোগে গত ২৮-২৯ জুলাই, ২০১৬ তারিখে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে BPO Summit Bangladesh-২০১৬ আয়োজন করা হয়। Business Process Outsourcing (BPO) কে উন্নয়নের মূলধারায় নিয়ে আসা, সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ সফ্টওয়্যার ও হার্ডওয়্যার শিল্পের বিকাশ, দেশের তরুণ-তরুণীদের এই খাতে আগ্রহী করে তোলা, কর্মসংস্থানের উদ্যোগ ও কর্মসৃষ্টি এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে দেশের বিপিও সেক্টরের অবস্থানকে তুলে ধরাই ছিল উক্ত সম্মেলনের প্রধান লক্ষ্য।

বিপিও সামিট ২০১৬-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় এর শুভ উদ্বোধন করেন।

উপদেষ্টা বলেন, ২০২১ সনের মধ্যে ৯০% মানুষকে ইন্টারনেটের আওতায় আনা এবং তথ্য ও প্রযুক্তিখাতে ৫ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি করা সম্ভব হবে।

শীর্ষ পর্যায়ের মন্ত্রী, সরকারি উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা, উদ্যোক্তা এবং দেশি-বিদেশি নীতি নির্ধারকগণ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়াও ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের মহাসচিব হাওলিন ঝাও সম্মানিত অতিথি হিসেবে এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ : ৫৪ দেশি বক্তা, ২৩ বিদেশি বক্তা, ১০টি সেমিনার এবং ২টি ওয়ার্কশপ, ২৫,০০০+ দর্শনার্থী ,প্রায় ২৬০০০ জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ, মোট ৩০০ জনের কর্মসংস্থান। ▶

উপ-পরিচালক মো: রাবিউল ইসলামের বিদায় সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদক: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (সিস্টেম ও প্রশিক্ষণ) মো: রাবিউল ইসলামের বিদায় উপলক্ষে গত ৪ অক্টোবর দুপুরে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এ বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহাপরিচালক বনমালী ভৌমিক।

কর্মক্ষেত্রে মো: রাবিউল ইসলামের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করে মহাপরিচালক বলেন, অধিদপ্তরে থাকাকালীন তার কাজকর্ম ছিল প্রশংসাযোগ্য। দায়িত্ব পালনে তিনি কখনো অবহেলা করেননি, বরং দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অতিরিক্ত মহাপরিচালক মালিহা নার্গিস, সিস্টেমস্ ম্যানেজার মো: মহসিনুল আলমসহ অধিদপ্তর ও প্রকল্পসমূহের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণ এতে উপস্থিত ছিলেন। শুরুতেই মো: রাবিউল ইসলামকে ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক ছিলেন পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) মো: রেজাউল মাকছুদ জাহেদী।

বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ফুল দিয়ে বরণ

উল্লেখ্য, মো: রাবিউল ইসলামকে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পদায়ন করা হয়। ▶

৫০ হাজার কর্মসংস্থান হবে সিলেটের ইলেক্ট্রনিক্স সিটিতে

নিউজলেটার ডেস্ক: সিলেটের সীমান্তবর্তী উপজেলা কোম্পানীগঞ্জ এলাকাটি প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর ও পর্যটনসমৃদ্ধ। সিলেট শহর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরবর্তী কোম্পানীগঞ্জের খলিতাজুরি এলাকার ১৬২ একর জায়গা জুড়ে তৈরি হচ্ছে ইলেক্ট্রনিক সিটি। কিছুদিনের মধ্যেই এই অজোপাড়া গা এক আকর্ষণীয় স্থান। অবহেলিত এলাকাটি হয়ে উঠবে বাংলাদেশের ইলেক্ট্রনিক বিশ্বে আলো ছড়াবে। প্রকল্প এলাকায় দুটি অংশের একটি অংশে হার্ডওয়্যার ও সফ্টওয়্যার। অন্যটিতে আবাসন, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, শপিং সেন্টার ইত্যাদি থাকবে। সব মিলে ৪০টি স্থাপনা, সেবা প্রতিষ্ঠান ও সুযোগ-সুবিধায় ভরে উঠবে সীমান্ত এলাকার সবুজ ছায়ায় নির্মল আকাশের নিচ। আগামী ১০ বছরের মধ্যে ৫০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে এখানে। ▶

মাত্র ২ ঘণ্টায় হ্যাকারের কবলমুক্ত করা হলো আইসিটি ডিভিশনের ওয়েবসাইট

ডেস্ক রিপোর্ট: সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের হ্যাক হওয়া ওয়েবসাইটটি মাত্র দুই ঘণ্টায় হ্যাকারের কবলমুক্ত করা হয়েছে। গত ১৭ জুন ২.৩০টা নাগাদ এই ওয়েবসাইটটি হ্যাক করা হয় এবং বিষয়টি নজরে আসলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রচেষ্টায় মাত্র দু'ঘণ্টার মধ্যে হ্যাকারের কবলমুক্ত করা হয়। ফলে বিকাল ৪.৩০টা থেকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ওয়েবসাইটটি আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ মাত্র দু'ঘণ্টায় নিজস্ব ওয়েবসাইটটি পুনঃউদ্ধারের মাধ্যমে দেশের ডিজিটাল মাধ্যম ও অবকাঠামোকেন্দ্রিক সক্ষমতা অর্জনের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়। ▶

আইফোন ৮-এর সেরা ৫ ফিচার

ডেস্ক রিপোর্ট: আইফোন ৮ বাজারে আসার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে বেশ কিছুদিন ধরেই। জানা গেছে, স্যামসাংয়ের থেকে এগিয়ে থাকতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে আইফোন ৮ বানাতে উঠেপড়ে লেগেছে অ্যাপল। আইফোন ৮-এ যেসব ফিচার থাকবে বলে জানা যাচ্ছে তাহলো, উন্নতমানের আপডেটেড সফ্টওয়্যার ও অন্যান্য ফিচার।

১. আরও উন্নত রেটিনা ডিসপ্লে

অ্যাপল ২০১০ সালেই রেটিনা ডিসপ্লেযুক্ত আইফোন বাজারে আনে। তবে এখন আরও উন্নত রেটিনা ডিসপ্লে আনছে অ্যাপল। প্রতিদ্বন্দ্বী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরবর্তীতে অ্যাপলের রেটিনা ডিসপ্লের চেয়েও উন্নত ডিসপ্লে তৈরি করেছে। তাই এবার আরও উন্নতমানের ডিসপ্লে আনতে চায় প্রতিষ্ঠানটি।

২. নতুন ডিজাইন

এবার আইফোনের ডিজাইনে আসছে নতুনত্ব। এতে যে এজ-টু-এজ ডিসপ্লে যোগ করা হচ্ছে, তাতে পর্দার বাইরের অংশ খুব সামান্যই থাকবে।

৩. ফেস অথেনটিকেশন

আপনার চেহারা দেখলেই স্মার্টফোন আনলক হয়ে যাবে। এমন আধুনিক প্রযুক্তি এবার আইফোন ৮-এ যোগ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিশ্লেষকরা। একে বলা হচ্ছে 'ফেস অথেনটিকেশন' প্রযুক্তি। সম্প্রতি উইন্ডোজ ১০ ল্যাপটপ ও ট্যাবলেটে এ প্রযুক্তি সংযোজন করা হয়েছে। এটি ফিঙ্গারপ্রিন্ট ভিত্তিক টাচ আইডির তুলনায় দ্রুত কাজ করে।

৪. অগমেন্টেড রিয়ালিটি

কল্পনার জগতের সঙ্গে বাস্তব জগতের মিশ্রণ করে অগমেন্টেড রিয়ালিটি প্রযুক্তি। এ প্রযুক্তি এবার আইফোনে সংযোজিত হচ্ছে।

৫. চার রঙের রিফ্লেক্টিভ মিরর অপশন

এবার আইফোনের রঙের বৈচিত্র থাকবে আগের তুলনায় বেশি। জানা গেছে, চার রঙের পাশাপাশি রিফ্লেক্টিভ মিরর অপশন থাকছে। এতে আইফোনের সৌন্দর্য বাড়বে অনেক বেশি। ▶

সদস্যদের জন্য বেসিসের মেম্বারশীপ স্মার্ট কার্ড চালু

বদরুদ্দোজা মাহমুদ তুহিন : বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) সদস্যরা যাতে দৈনন্দিন প্রয়োজন, চিকিৎসা সেবা, বেড়ানোসহ বহুবিধ কাজে সর্বোচ্চ সহযোগিতা পায় তার জন্য 'বেসিস মেম্বারশীপ স্মার্ট কার্ড' নামে বিশেষ একটি কার্ড চালু করতে যাচ্ছে। এই কার্ডের মাধ্যমে হাসপাতাল, হোটেল, বিমানবন্দর, রেস্টুরেন্টসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিশেষ ছাড় ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বেসিস সদস্যরা সেবা পাবেন।

গত ২৪ মে রাজধানীর লেকশোর হোটেলে একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বেসিসের নতুন এই স্মার্ট কার্ড উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কার্ডের উদ্বোধন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি। বেসিস সভাপতি মোস্তাফা জব্বারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান ইমরান আহমেদ, এমপি। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বেসিসের পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান সোহেল। স্মার্ট কার্ড সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপন করেন বেসিসের সদস্য-কল্যাণ সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান দেলোয়ার হোসেন ফারুক।

অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলো শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড। ▶

তরুণদের হাত ধরে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ

রুমা ধর: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক বলেছেন, তথ্যপ্রযুক্তিতে তরুণ-তরুণীদের দক্ষ করে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে কাজ করছে সরকার। তারুণ্যই দেশের বড় শক্তি।

গত ৭ অক্টোবর রাজশাহী মহানগরীর শিরোইলে ডাটাসফট্ সিস্টেম বাংলাদেশ লিমিটেড ও মাল্টিটেক সলিউশনের যৌথ কার্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, গত আট বছরে দেশের ইন্টারনেটের অনেক উন্নতি হয়েছে। এ সময় সারাদেশের প্রায় ৭ লাখ তরুণ-তরুণীর ইন্টারনেট নির্ভর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হোসনে আরা, রাজশাহীতে নির্মিতব্য বঙ্গবন্ধু হাই-টেক পার্কের প্রকল্প পরিচালক একেএম ফজলুল হক ও জেলা প্রশাসক হেলাল মাহমুদ শরীফ। সভাপতিত্ব করেন ডাটাসফট্ সিস্টেম বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহবুব জামান।

এ অনুষ্ঠানের আগে প্রতিমন্ত্রী ফিতা কেটে ঢাকার ডাটাসফট্ সিস্টেম বাংলাদেশ লিমিটেড ও রাজশাহীর মাল্টিটেক সলিউশনের যৌথ কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন। পরে আনুষ্ঠানিকভাবে ডাটাসফটের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহবুব জামান ও মাল্টিটেকের চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান রবি একসঙ্গে কাজ করার চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ▶

আইসিটি কর্মকর্তাদের পিপিআর প্রশিক্ষণ

মিম্ইয়া ইসলাম চৌধুরী : সরকারি ক্রয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্মকর্তাদের জন্য ১০ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে।

গত ১৪ সেপ্টেম্বর আইসিটি বিভাগের সম্মেলন কক্ষে আইসিটি বিভাগ ও এর আওতাধীন সংস্থাগুলোর কর্মকর্তাদের জন্য 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস-২০০৮ এর ওপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম' উদ্বোধন করা হয়। আইসিটি উপ-সচিব মু. জসীম উদ্দিন খানের সঞ্চালনায় এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং বিভাগের আওতাধীন চার সংস্থার মোট ৩৭ জন কর্মকর্তা অংশ নেন। ▶

শোক সংবাদ

মিম্ইয়া ইসলাম চৌধুরী : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সহকারী প্রোগ্রামার মো: আব্দুল হান্নান গত ৩০ জুন আনুমানিক সন্ধ্যা ৬:৩০ ঘটিকায় সড়ক দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহে রাজিউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ত্রিশ বছর। মো: আব্দুল হান্নান ছিলেন ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের একজন নিরলস কর্মী এবং একজন দক্ষ আইসিটি কর্মকর্তা। তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে পেশাগত দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর গভীর শোক প্রকাশ করেছে। অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি জানিয়েছেন গভীর শোক ও আন্তরিক সমবেদনা।

মৃত্যুকালে তিনি বাবা-মা, ভাই-বোন, স্ত্রী এবং একমাত্র কন্যা সন্তান (বয়স মাত্র ০৭ মাস) রেখে গেছেন।

রুহের মাগফেরাত কামনা ও আর্থিক অনুদান প্রদান অনুষ্ঠান

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের উদ্যোগে গত ২৪ সেপ্টেম্বর মরহুম আবদুল মান্নানের রুহের মাগফেরাত কামনা ও পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান অনুষ্ঠান সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের সচিব সুবীর কিশোর চৌধুরী। মহাপরিচালক বনমালী ভৌমিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। মরহুমের স্ত্রী, মাসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। অধিদপ্তরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করেন। পরে অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে মরহুমের স্ত্রী ও মায়ের হাতে ১০ লক্ষ টাকার অনুদানের চেক তুলে দেন আইসিটি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক।

চেক হস্তান্তর

গত ৩০ আগস্ট রাজবাড়ী জেলা প্রশাসনের পক্ষে জেলা প্রশাসক শওকত হোসেন প্রয়াত সহকারী প্রোগ্রামার আব্দুল হান্নানের বাবা ও কন্যাকে ২ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করেন।

এছাড়াও A2I-এর পক্ষ থেকে প্রয়াতের পরিবারকে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয়। ▶

দুই ক্যাটাগরির মোবাইল কারখানা হবে দেশে, নির্দেশিকা প্রকাশ

ডেস্ক রিপোর্ট: আট হাজার কোটি টাকার মোবাইল হ্যান্ডসেটের বাজারে দেশীয় উৎপাদনের সুযোগ নিশ্চিত করতে ডিভাইস উৎপাদন ও সংযোজন কারখানা স্থাপনের নির্দেশিকা জারি করেছে টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)।

এর আগে চলতি বাজেটে মোবাইল ফোন আমদানির ওপর আমদানি শুল্ক বাড়ানো হয়। একই সঙ্গে খুচরা যন্ত্রাংশের আমদানি শুল্ক ৩৭ শতাংশ থেকে কমিয়ে আনা হয় ১ শতাংশে।

আর এ ধারাবাহিকতায় এবার কারখানা স্থাপনের নির্দেশনা তৈরি করেছে বিটিআরসি। ৭ সেপ্টেম্বর এটি নিজেদের ওয়েবসাইটে আপলোড করেছে সংস্থাটি।

নির্দেশিকা অনুসারে কারখানা-আগ্রহী প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুই ধরনের তালিকাভুক্তি সনদ দেওয়া হবে। 'এ' ক্যাটাগরির সনদ নিতে ৫০ লাখ টাকা দিতে হবে বিটিআরসিকে। সঙ্গে যোগ হবে ১৫ শতাংশ ভ্যাট।

অন্যদিকে যারা 'বি' ক্যাটাগরির সনদ নেবে তাদের লাগবে ১০ লাখ টাকা। একই সঙ্গে তাদের নিজেদের টেস্টিং ল্যাব না থাকলেও চলবে। তবে তাদের 'এ' ক্যাটাগরির সনদধারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে তাদের হ্যান্ডসেট উৎপাদন বা সংযোজনের যাবতীয় টেস্ট সম্পন্ন করাতে হবে। ▶

DIGITAL BANGLADESH
Skilled • Equipped • DigitalReady
ICT DIVISION
FUTURE IS HERE
DoICT
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
DEPARTMENT OF ICT

আইসিটি
নিউজলেটার

ঢাকা, অক্টোবর-২০১৭
৬

‘শিক্ষার গুণগত মান অর্জনের লক্ষ্যে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব’-এর ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার

সমীর বিশ্বাস: গত ১৮ মে খুলনা জেলার দিঘলিয়া উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (Sustainable Development Goals) ‘শিক্ষার গুণগত মান অর্জনের লক্ষ্যে ICT in Education Literacy প্রসারে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব’-এর ভূমিকা শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিঘলিয়া উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান খান নজরুল ইসলাম।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার শম্পা কুণ্ডুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বক্তব্য রাখেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো: মাহফুজুর রহমান, শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ, কয়েকজন বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ।

প্রধান অতিথি দিঘলিয়া উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান খান নজরুল ইসলাম বলেন, আমরা সৌভাগ্যবান যে, আধুনিক ৫টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব পেয়েছি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের ব্যক্তিগতভাবে আন্তরিক হতে হবে। বঙ্গবন্ধুর শিশুপুত্র শেখ রাসেলের নামে এই ল্যাব নামাঙ্কিত, যা অনেক গুরুত্ব বহন করে। অফিসারদের বেশি বেশি এই ল্যাব পরিদর্শন করতে হবে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ম্যানেজিং

কমিটিকে এই ল্যাব তদারকি করতে হবে। তাহলেই শিক্ষার্থীরা ল্যাব ব্যবহারের বেশি সুযোগ পাবে এবং আইসিটিসহ অন্যান্য শিক্ষায় আগ্রহী হবে। শিক্ষার মানোন্নয়ন হবে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসার শম্পা কুণ্ডু বলেন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সহযোগিতায় আয়োজিত এই সেমিনার শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে অনেক উপকারে আসবে।

সেমিনারে মোট ৪৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সহকারী প্রোগ্রামার সমীর বিশ্বাস। ▶

রংপুরে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবের শিক্ষকদের ট্রাবলশুটিং ও মেইনটেন্যান্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ

মো: তাহনিয়াতুল ইসলাম : কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সহায়তায় পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, রংপুর-এ গত ২৩ মে থেকে ২১ জুন-২০১৭ পর্যন্ত শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবের শিক্ষকদের ট্রাবলশুটিং ও মেইনটেন্যান্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষকগণ প্রশিক্ষণের মান নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং আরো বেশি বেশি করে এ ধরনের প্রশিক্ষণ আয়োজনের অনুরোধ জানান। সমাপনী ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে রংপুর জেলা প্রশাসক মুহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান ও এডিসি, শিক্ষা ও আইসিটি মো: রুহুল আমিন মিঞা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, রংপুর-এর অধ্যক্ষ প্রকৌশলী সৈয়দ নুরুন্নবী।

এছাড়াও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ অধিদপ্তরের প্রোগ্রামার মো: তাহনিয়াতুল ইসলাম, সহকারী প্রোগ্রামার রুবেল মিয়া ও শফিকুল ইসলামসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়। ▶

রাজশাহীতে ই-নথি বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

মো: নাজমুল হক : গত ২ ও ৩ আগস্ট, ২০১৬ রাজশাহী জেলা প্রশাসনের আয়োজনে স্থানীয় পিএটিসি মিলনায়তনে ই-ফাইল (নথি) বাস্তবায়ন বিষয়ক দুই দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার মো: আবদুল হান্নান। জেলা প্রশাসক কাজী আশরাফ উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালার আয়োজনে সহযোগিতায় ছিল এটুআই এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর। কর্মশালায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। ▶

বিভিন্ন স্থানে হাই-টেক পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ
বাংলাদেশ হবে ডিজিটাল বিশ্বের গেটওয়ে

হোসাইন সৌরভ: বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ দেশের বিভিন্ন স্থানে হাই-টেক পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ পর্যন্ত ৪০টি হাই-টেক/আইটি পার্ক স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকার কারওয়ান বাজারে জনতা টাওয়ার সফ্টওয়্যার টেকনোলজি পার্ক এবং যশোরে শেখ হাসিনা সফ্টওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কালিয়াকৈরে বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, সিলেটে সিলেট ইলেক্ট্রনিক্স সিটি, রাজশাহীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক ও নাটোরে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। সারাদেশে হাই-টেক পার্ক নির্মাণ হলে কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হবে। যশোরে নির্মিতব্য শেখ হাসিনা সফ্টওয়্যার টেকনোলজি পার্কে-৫০০০; সিলেটে নির্মিতব্য সিলেট ইলেক্ট্রনিক্স সিটিতে-৫০,০০০; গাজীপুরের কালিয়াকৈরে নির্মিতব্য বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে-১০০,০০০; রাজশাহীতে নির্মিতব্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্কে-১৪,০০০; জেলা পর্যায়ে নির্মিতব্য ১২ টি হাই-টেক পার্কে-৬০,০০০; ০৭ টি-শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টারে-১৪,০০০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের বাস্তবায়িত এবং বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ধারাবাহিক প্রতিবেদন :

কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক এর উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)

১৯৯৯ সনের ১৭ জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ডের ১২ তম সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে কালিয়াকৈরে হাই-টেক পার্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩৫৫ একর জমির উপর স্থাপিত পার্কটির বর্তমান নাম ‘বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি’।

বর্তমানে প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ৩৯৪,১৪,৮১,০০০ টাকা (জিওবি ২৯,৪৭,১১,০০০ এবং প্রকল্প সাহায্য (বিশ্বব্যাংক ও ডিএফআইডি) ৩৬৪,৬৭,৭০,০০০। প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে। প্রকল্পের সীমানা প্রাচীর ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। প্রশাসনিক ভবন ও সেবা ভবন (কাস্টমস হাউজ) নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। সিউয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার জন্য নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকা ৫ টি ব্লকে বিভক্ত করে ২, ৩ এবং ৫ নং ব্লক উন্নয়ন ও বিনিয়োগকারীদের জন্য ভূমি উন্নয়ন ও ভবন নির্মাণপূর্বক নির্মিত জমি/ভবনের স্পেস বরাদ্দের লক্ষ্যে ২ জন ডেভেলপার নিয়োগ করা হয়েছে।

বর্তমানে উক্ত প্রকল্পে ডেভেলপার প্রতিষ্ঠান সামিট টেকনোপলিস কর্তৃক ১,৬৫,০০০ বর্গফুট ফ্লোর স্পেসসম্পন্ন ৩ তলা সিগনেচার ভবন ও ৬০,০০০ বর্গফুট ফ্লোর স্পেসসম্পন্ন ৩ তলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভবন এবং টেকনোসিটি কর্তৃক ১,৮৬,০০০ বর্গফুট ফ্লোর স্পেসসম্পন্ন ৮ তলা মাল্টি-ট্যানেন্ট বিল্ডিং নির্মাণ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল প্রকল্প এলাকায় টায়ার-৪ ডেটা সেন্টার নির্মাণ করছে। মোট ২০০,০০০ বর্গফুট ফ্লোর স্পেসবিশিষ্ট দুই তলা এ ডেটা সেন্টার বিশ্বের বৃহত্তম কয়েকটি ডেটা সেন্টারের মধ্যে অন্যতম। আগামী ৩০ জুন, ২০১৮ তারিখের মধ্যে এ ডেটা সেন্টারের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে। ▶

শেরপুরে আইসিটি ইন এডুকেশন লিটারেসি, ট্রাবলশুটিং এণ্ড মেইনটেনেন্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ

মো: হাদিউল ইসলাম : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মধ্যে সারাদেশে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক, কম্পিউটার শিক্ষক ও একজন বিজ্ঞানের শিক্ষকসহ মোট ৩ (তিন) জন শিক্ষককে আইসিটি ইন এডুকেশন লিটারেসি, ট্রাবলশুটিং এণ্ড মেইনটেনেন্স বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে ১ম ব্যাচে মোট ২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ৭৫ জন শিক্ষককে ২৭-৩১ মে, ২য় ব্যাচ ০৩-০৭ জুন, এবং ৩য় ব্যাচের প্রশিক্ষণ ১০-১৪ জুন, ২০১৭ তারিখে শেরপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণগুলোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মল্লিক আনোয়ার হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এ.টি.এম জিয়াউল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), শেরপুর। সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী মো: সাখাওয়াত হোসেন, অধ্যক্ষ, শেরপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট। ▶

জামালপুরে আইসিটি ইন এডুকেশন লিটারেসি, ট্রাবলশুটিং এণ্ড মেইনটেনেন্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ

মোছা: উম্মে মারজিয়া: গত ৪ জুন হতে ১৩ জুন পর্যন্ত দুটি ভেন্যু যথাক্রমে জামালপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কম্পিউটার ল্যাব ও জামালপুর টেকনিক্যাল স্কুল এণ্ড কলেজে জামালপুরে আইসিটি ইন এডুকেশন লিটারেসি, ট্রাবলশুটিং এণ্ড মেইনটেনেন্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ০৫ (পাঁচ) দিন করে ৫টি ব্যাচে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের সার্বিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে জামালপুর জেলার ৪৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ৩ জন করে সর্বমোট ১৩৮ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণসমূহে প্রকৌশলী মোছা: উম্মে মারজিয়া, সহকারী প্রোগ্রামার, জামালপুর সদর, মো: খায়রুল বাশার, সহকারী প্রোগ্রামার, বকশীগঞ্জ, মো: আল আমিন ফারুক, সহকারী প্রোগ্রামার, মেলান্দহ, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর, জামালপুর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও জেলা সমন্বয়ক হিসেবে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) এবং সহকারী জেলা সমন্বয়ক হিসেবে জেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী কমিশনার (আইসিটি) ও সহকারী প্রোগ্রামার (জেলা সদরের দায়িত্বে) দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। অতিথি রিসোর্স পার্সন হিসেবে আহমেদ কবীর, জেলা প্রশাসক, জামালপুর প্রতিটি ব্যাচের প্রশিক্ষণ সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান করেন। ▶

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নওয়াব আলী মিলনাতন, সিনেট হলে কর্মশালা

সিসিএ’র আয়োজনে বিভিন্ন ইভেন্ট ও প্রতিযোগিতা

রুমা ধর: সিসিএ’র উদ্যোগে সারাদেশের ৮টি বিভাগের ৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ‘Cyber Security Awareness for Woman Empowerment’ শীর্ষক সচেতনতামূলক ওয়ার্কশপ করা হয়েছে।

কর্মশালাগুলোতে ৮ম-১২শ শ্রেণির প্রায় ১০ হাজার ছাত্রী হাতে কলমে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ পেয়েছে, জানতে পেরেছে সাইবার অপরাধ ও এর সংশ্লিষ্ট আইনের ব্যাখ্যা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিরাপদে বিচরণের কৌশলসমূহ, অপরাধ সংঘটিত হলে তা থেকে পরিত্রাণের উপায়, সহায়তা পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের নম্বর এবং অভিযোগ করার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি।

সিসিএ কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ প্রথমবারের মত ‘OIC-CERT Cyber Security Drill ২০১৭’ এ Player এবং Observer হিসেবে অংশগ্রহণ করেছে। উক্ত Drill-এ বাংলাদেশ, আজারবাইজান, ইন্দোনেশিয়া, জর্ডান, ভারত, লাওস, শ্রীলংকা, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, মরোক্কো, নাইজেরিয়া, ওমান, পাকিস্তান এবং তিউনেশিয়ার ২১ টি CERT একসাথে অংশগ্রহণ করেন। এই Drill এর মাধ্যমে সিসিএ কার্যালয়ের নবস্থাপিত সাইবার ফরেনসিক ল্যাব ব্যবহারের উপযোগিতা পেয়েছে। ▶

ঘোষণা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন প্রকল্পসমূহের গুরুত্বপুর্ণ সংবাদ এই নিউজলেটারে প্রকাশ করা হবে।

সম্পাদক

সেবাপদ্ধতি সহজিকরণ

(শেষ পাতার পর) যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। তিনি *Re-engineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution* নামক গ্রন্থে BPR এর সংজ্ঞায় বলেন যে, 'BPR is the fundamental rethinking and radical redesign of business process to achieve dramatic improvement in critical, contemporary measures of performance such as cost, quality, service and speed' – Hammer & Champy: 1993

১.২ সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের মূলনীতি (Principles of SPS) :

ক. মৌলিক চিন্তা (Fundamental Rethinking) : সেবাপদ্ধতি সহজিকরণের ক্ষেত্রে অন্যতম পদক্ষেপ হল সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করা। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থা কী সেবা দেয়? কেন দেয়? কিভাবে দেয়? বর্তমানে যে পদ্ধতিতে সেবা দেয় সেভাবে কেন দেয়? এই সকল প্রশ্নসমূহ দ্বারা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের অন্তর্নিহিত বিষয়সমূহ জানার মাধ্যমে বিদ্যমান সেবা পদ্ধতির সহজিকরণের ক্ষেত্র উন্মোচিত হয়।

খ. আমূল পরিবর্তন (Radical Redesign): কম খরচে, দ্রুত ও কার্যকরভাবে সেবা প্রদান বিদ্যমান পদ্ধতির মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। বিদ্যমান পদ্ধতির আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদান সম্ভব হয়ে উঠে। এছাড়া, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যমান কার্যপদ্ধতির সম্পূর্ণ নতুন রূপান্তর সম্ভব হয়ে থাকে।

গ. নাটকীয় উন্নতি (Dramatic Improvement): সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের অন্যতম উদ্দেশ্য হল সেবা প্রদান কার্যক্রমের (performance) ব্যাপক উন্নতি করা। সেবা প্রদানের সময়, খরচ, সেবাগ্রহীতার অফিসে ভিজিটের সংখ্যা, ধাপ ও সেবা-সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ইত্যাদি কমানোর মাধ্যমে সেবা প্রদান কার্যক্রমে (performance) ব্যাপক উন্নতিসহ নাগরিক সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব হয়।

১.৩ সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ কেন? (Why service Process Simplification)

- ❑ সময়ের সাথে সাথে নাগরিকদের বহুমুখী চাহিদা (diversifying needs) পূরণ করা;
- ❑ সেবা প্রদানের বিদ্যমান পদ্ধতি সহজ ও দ্রুততর করা;
- ❑ কম খরচে ও কার্যকরভাবে সেবা প্রদান;
- ❑ যে কোন ই-সেবা তৈরি ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান পদ্ধতির (As Is Process) সহজিকরণের বিষয়টি সর্বাগ্রে বিবেচনা করে প্রস্তাবিত পদ্ধতি (To Be Process) পরিকল্পনা করা।

১.৪ সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের বৈশিষ্ট্যসমূহ: (Features of service Process Simplification)

১. সেবাগ্রহীতার সর্বোচ্চ সুবিধা নিশ্চিত করা;
২. সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ কার্যক্রমের শুরুতে সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্টদের সম্পৃক্ত করা এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁদের ক্ষমতায়ন করা;
৩. অপ্রয়োজনীয় ধাপ/ প্রক্রিয়া বাদ দেয়া;
৪. বিভিন্ন প্রক্রিয়ার (Process) মধ্যে সমন্বয় ও আন্তঃসংযোগ (Integration) স্থাপন করা;
৫. আইন-কানুন, বিধি-বিধান, নিয়ম-নীতি ও রেওয়াজকে বিষদভাবে বিশ্লেষণ করা;
৬. সেবাগ্রহীতার অফিসে ভিজিটের সংখ্যা কমানো ও অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র বাদ দেওয়া;
৭. নতুন ধারণা তৈরি ও বাস্তবায়ন;
৮. শুধুমাত্র নতুন ধারণা নয়; নতুন ধারার সূচনা করা;
৯. কখনোই এটা ভাবা উচিত নয় যে বিদ্যমান পদ্ধতিই একমাত্র সমাধান;
১০. আইসিটিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা; তবে অতিরিক্ত প্রযুক্তিনির্ভরতা এড়াতে হবে। সফটওয়্যার টুলসের চেয়ে সৃজনশীল চিন্তাকে বেশি প্রাধান্য দেয়া।

১.৬ সেবা পদ্ধতি সহজিকণের ব্যবহৃত কতিপয় কার্যকর টুলস (Some Effective Tools Used in Service Process Simplification)

১. একাধিক ধাপ একীভূতকরণ–অনেকগুলি ছোট ছোট কাজকে একীভূত করার ফলে ধাপ সংখ্যা এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতা কমানো;
২. সংশ্লিষ্ট কর্মীর সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে ক্ষমতায়ন–সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে কর্মীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা পরিহার এবং উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা হ্রাস করে সেবা প্রদান দ্রুততর করা;
৩. সেবাগ্রহীতার মতামত নেয়া–সেবাগ্রহীতা কিভাবে সেবাটি পেতে চান, সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হন এবং সহজিকরণের বিষয়ে তার মতামত জানা ;
৪. সেবার ধাপ হবে সেবা প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক ক্রম অনুসারে–সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কার্যক্রমসমূহ একটির পর একটি বা রৈখিক (linear) করতে হবে এমন কোন বিষয় নেই। সেবাগ্রহীতার সুবিধা বিবেচনা করে সেবা প্রদান প্রক্রিয়া নির্ধারণ করতে হবে, প্রয়োজনে কয়েকটি কার্যক্রম সমান্তরালভাবে চলতে পারে;
৫. সেবা প্রদানের একাধিক পদ্ধতি– সেবাগ্রহীতার চাহিদা, প্রয়োজন ও ভিন্নতার প্রেক্ষিতে সেবা প্রদানের একাধিক পদ্ধতি বা উপায় থাকতে পারে; যাতে অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে সেবাগ্রহীতাকে তাঁর সুবিধা অনুযায়ী সেবা প্রদান করা যায়;
৬. অপ্রয়োজনীয় কাজ, ধাপ ও নিয়ম/চর্চাসমূহ বের করা;
৭. যে সেবা প্রদান পদ্ধতি নাগরিকের প্রত্যাশা পূরণে বেশি কার্যকর হয় সে প্রক্রিয়াকে বেশি গুরুত্ব দেয়া;
৮. স্বাক্ষর ও অনুমোদনের সংখ্যা কমানো;
৯. সেবাকেন্দ্র স্থাপন ও আবেদন গ্রহণের প্রত্যয়ন দেয়া;
১০. নির্ধারিত সময়ে সেবা প্রদানের জন্য বাধ্যবাধকতা তৈরি করা;
১১. সেবা প্রদানের সময় কমানোর জন্য বিধি বিধানের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা।

সেবাপদ্ধতি সহজিকরণে করণীয় (Thinks to Do for Service Process simplification)

সেবা প্রক্রিয়া সহজিকরণে অনেকগুলো ধাপে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়। সহজিকরণ উদ্যোগের শুরুতে সেবাসমূহ যে মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থার আওতায় বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রদান করা হয় তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, সাংগঠনিক কাঠামো, কার্যপরিধি লিপিবদ্ধ করতে হয়। অতঃপর সহজিকরণের জন্য সেবা নির্বাচন করা হয়। পরবর্তীতে বিদ্যমান সেবাপদ্ধতি ডিজাইন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সেবাসম্পর্কিত যে সকল তথ্য জনগণকে জানানো প্রয়োজন সে সকল তথ্যের সমন্বয়ে সেবা প্রোফাইল তৈরি করতে হয়। এর মাধ্যমে সেবা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করা যায়। অতঃপর বিভিন্ন ধাপের সমন্বয়ে প্রসেস ম্যাপ প্রস্তুতান্তে সেবাগ্রহীতার মতামত নিয়ে সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা হয়। অতঃপর ধাপভিত্তিক এবং জনবলের সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে সেবার বিশ্লেষণ করতে হয়। পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণের আলোকে এক/একাধিক (বিকল্প প্রস্তাবের ক্ষেত্রে) প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপ অঙ্কন ও সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়। অতঃপর বিদ্যমান (As Is) এবং প্রস্তাবিত (To Be) পদ্ধতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা এবং বাস্তবায়ন কৌশল (Implementation Strategy) নির্ধারণ করা হয়। উপরিউক্ত প্রক্রিয়ায় সেবাপদ্ধতি সহজিকরণকে আমরা সেবা সহজিকরণ চক্র বা Service Simplification Cycle বলতে পারি। ▶

লেখক: পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

বিশ্ব আইটি সম্মেলনে বাংলাদেশের ১০টি পুরস্কার অর্জন

নিউজ ডেস্ক: গত ১০ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর তাইওয়ানে অনুষ্ঠিত এবারের বিশ্ব আইটি সম্মেলনে (ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অনইন ফরমেশন টেকনোলজি-২০১৭),
অ্যাসোসিও আইসিটি সামিট এবং অ্যাফ্যাক্ট প্লেনারি মিটিংয়ে বাংলাদেশের বিশাল অর্জন সাধিত হয়েছে। এসব অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মর্যাদাপূর্ণ ১০টি পুরস্কার লাভ করেছে। এটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে এযাবত কালের মধ্যে সর্বোচ্চসংখ্যক অর্জন। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় তথ্যপ্রযুক্তি সংগঠন ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সার্ভিসেস অ্যালায়েন্স (উইটসা), এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের তথ্যপ্রযুক্তির শীর্ষ সংগঠন এশিয়ান-ওশেনিয়ান কম্পিউটিং ইন্ডাস্ট্রি অর্গানাইজেশন (অ্যাসোসিও) এবং এশিয়া-প্যাসিফিক কাউন্সিল ফর ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন অ্যান্ড ইলেকট্রনিক বিজনেস (অ্যাফ্যাক্ট) কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পুরস্কার বিজয়ের গৌরব অর্জন করে।
তাইওয়ানের তাইপে ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে (টিআইসিসি) ১৩ সেপ্টেম্বর সম্মেলনের শেষ দিনে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম লাই এবং উইটসা চেয়ারম্যান ইভোনি চিউয়ের উপস্থিতিতে বিজয়ীদের হাতে এসব পুরস্কার তুলে দেয়া হয়।
উল্লেখ্য, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির (বিসিএস) উদ্যোগে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের অর্ধশতাধিক সদস্যের সমন্বয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল এবছর তাইওয়ানে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ও ভূ-আঞ্চলিক পর্যায়ের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ সংক্রান্ত সম্মেলনগুলোয় যোগদান করে। ▶

(APIS) ও বাংলাদেশ

(শেষ পৃষ্ঠার পর) দেশসমূহ স্বল্পব্যয়ে উচ্চগতির টেরিস্ট্রিয়াল ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহারের সুযোগ লাভ করবে। বিদ্যমান সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগের অতিরিক্ত সংযোগ হিসেবে এটি স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জাহাজের নোঙ্গর ও সামুদ্রিক বড় বড় মাছের কারণে প্রায়শই সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগ কাটা পড়ে, যা বিভিন্ন Choke Points হিসেবে পরিচিত। উচ্চগতির টেরিস্ট্রিয়াল সংযোগ স্থাপিত হলে এ জাতীয় Choke Points এর সমস্যাগুলি দূরীভূত হবে। এটি কার্যকর হলে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে বিদ্যমান ডিজিটাল ডিভাইড দূরীভূত হবে। প্রস্তাবিত কাঠামোতে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশসমূহে একাধিক Internet Exchange Points (IXP's) এবং Internet Data Centers (IDC's) ব্যবহারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকবে বিধায় বর্তমানে দেশসমূহের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে বৈদেশিক ট্রাফিক চলাচলের জন্য বিদ্যমান অতিরিক্ত ব্যয় হ্রাস পাবে। তাছাড়া, এর মাধ্যমে Bandwidth ট্রানজিট ও পিয়ারিং ব্যয় ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন করা সম্ভবপর হবে; যা ইন্টারনেট Bandwidth ব্যবহারের ক্ষেত্রে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চল জুড়ে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এ উদ্যোগটি সফল হলে সমগ্র অঞ্চল জুড়ে বিদ্যমান ব্যাকবোন নেটওয়ার্কের ব্যবহার একই নীতিমালার আলোকে পরিচালিত হবে; যার সুফল এতে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর জন্য উন্মুক্ত হবে। নিম্ন Bandwidth সম্পন্ন দেশ হিসেবে এটা আমাদের জন্য এক বিশাল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে নিঃসন্দেহে। তাছাড়া, এর ফলে মাথাপিছু নিম্ন ব্যান্ডউইডথ-এর দেশ হিসেবে বাংলাদেশের মতো অন্যান্য Least Developing Country (LDC) এবং বিশেষত Land-locked Developing Country (LLDC) সমূহের জন্য অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে। এটি এ সকল দেশসমূহের মধ্যে Cross-border e-Commerce এর সূচনার জন্য যুগান্তকারী মাইলফলক হবে। এটি বাস্তবায়িত হলে মাথাপিছু বান্ডউইডথের হার বৃদ্ধির মাধ্যমে জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জনে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে আমূল পরিবর্তন করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রভূত ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। এ বিষয়টি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে প্রণীত জাতীয় আইসিটি নীতিমালা-২০১৫ এ বর্ণিত সার্বজনীন প্রবেশাধিকার (Universal Access) সংক্রান্ত উদ্দেশ্যটির সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা এর মাধ্যমে সকলের জন্য সাশ্রয়ী ইন্টারনেট সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে।
বর্তমানে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা মূলত দুইটি সাবমেরিন ক্যাবল SEA-ME-WE-4 & SEA-ME-WE-5 উপর নির্ভরশীল। এছাড়াও ছয়টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ভূগর্ভস্থ ক্যাবলের মাধ্যমে ভারতের সাথে যুক্ত রয়েছে। সাবমেরিন ক্যাবলের স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ যেকোনো উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশের জন্যও একটি ব্যয়বহুল বিষয়। সে কারণে সরকার ৬টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে ভূগর্ভস্থ ক্যাবলের মাধ্যমে বাংলাদেশকে সংযুক্ত করার অনুমতি প্রদান করেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে এককভাবে আমাদেরকে ভারতের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হচ্ছে। ভারতীয় আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ক্যারিয়ার প্রতিষ্ঠানগুলো এই সুযোগে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট Bandwidth বিক্রি করে থাকে। এ সকল কারণে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট Bandwidth এর মূল্য বিশ্ব বাজারের চাইতে বহুগুণে বেশি।
এপিআইএস স্টিয়ারিং কমিটির প্রথম সভা: আগামী ০১-০২ নভেম্বর, ২০১৭ তে এপিআইএস স্টিয়ারিং কমিটির ১ম সভা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এটি এপিআইএস মাস্টার প্লান ও আঞ্চলিক সহযোগিতা ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়নের ১ম পদক্ষেপ। এতে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের সদস্য দেশসমূহ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করবেন। দেশে ব্রডব্যান্ড অবকাঠামো বিনির্মাণের ক্ষেত্রে এ সভাটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হবে।
উপসংহার: সাবমেরিন ক্যাবলে দুর্মূল্য প্রযুক্তি এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উপর একক নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি পেতে হলে বাংলাদেশকে অবশ্যই একটি বহুরাষ্ট্রীয় টেলিযোগাযোগ অবকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। উল্লেখ্য যে, নিকট অতীতে এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় নির্মিত ভারত-বাংলাদেশ-নেপাল ও ভূটান এর মধ্যকার অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপনের উদ্যোগ গত একদশকেও সফল হতে পারেনি। সীমিতসংখ্যক প্রতিবেশী রাষ্ট্রের টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো এ উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার মূল কারণ হিসেবে এর আন্তর্জাতিকতার অভাবকেই দায়ী করা হয়। কিন্তু এপিআইএস ১ লক্ষ ৪৩ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ এশিয়ান হাইওয়ে সংলগ্নে প্রস্তাবিত এপিআইএস অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ৩২টি দেশকে একটি অবিচ্ছেদ্য এবং নিরবচ্ছিন্ন তথ্যপ্রযুক্তির আন্তর্জাতিক মহাসড়ক উপহার দিবে। এর অংশীদার হিসাবে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি এবং টেলিযোগাযোগ খাতের সংশ্লিষ্ট সকল উদ্যোক্তা নিজ নিজ কারিগরি সক্ষমতার বৈপ্লবিক উত্তরণ ঘটাতে সক্ষম হবে। ▶

লেখক: উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, এপিআইএস, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্প

ডেস্ক রিপোর্ট: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের আওতায় গত ১ জুলাই, ২০১৭ থেকে দুই বছর মেয়াদি ৮,১৮৯.৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন' প্রকল্পটি শুরু হয়েছে। আইসিটি ইকোসিস্টেমে নারীর অংশগ্রহণ, আইসিটিতে দক্ষ করে গড়ে তোলা এবং টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়িত করাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। বৃহত্তর একুশ জেলার একুশ উপজেলায় প্রকল্পটির মাধ্যমে মোট ১০৫০০ নারীকে আইইটিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ইংরেজিতে দক্ষ এবং তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসমৃদ্ধ ১৮-৪০ বছর বয়সের স্থানীয় বাসিন্দা যে কোন নারী এই প্রশিক্ষণে অংশ নিতে পারবেন। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের Freelancer, Women IT Service Provider & Call certer Agent হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এই প্রকল্পটির মূল পৃষ্ঠপোষক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং আইসিটি অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত। উল্লেখ্য, গত ২ মে, ২০১৭ প্রকল্পটি একনেকে অনুমোদন করা হয়। ▶

বাক্য-এর ২০১৭-২০১৯ মেয়াদের কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত

সভাপতি

সাধারণ সম্পাদক

আব্দুর রহমান শাওন : গত ২২ মে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কলসেন্টার এন্ড আউটসোর্সিং (বাক্য)-এর ২০১৭-২০১৯ মেয়াদের নির্বাচনে ১২ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হয়। এই নির্বাচনে ডিজিকন টেকনোলজিস লি:-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওয়াহিদ শরীফ সভাপতি ও ফিফো টেক-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক তৌহিদ হোসেন সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন ।
কার্যনির্বাহী পরিষদের অন্যান্য নির্বাচিত সদস্যগণ হলেন-সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে টাইমস এএসএল লি:-এর মো: আবুল খায়ের, ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে ইমার্জিন কমিউনিকেশনস লি:-এর জামাল উদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে ইম্পেল সার্ভিস এন্ড সলিউশনস লি:-এর মোহাম্মদ আমিনুল হক, অর্থ সম্পাদক পদে সার্ভিস সলিউশনস লি:-এর তানভীর ইব্রাহিম। পরিচালক পদে নির্বাচিত অন্যান্য সদস্যগণ হলেন সিপরোকো কম্পিউটারস লি:-এর সাফকাত হায়দার, উইনটেল লি:-এর ফয়সাল আলিম, মাই আউটসোর্সিং লি:-এর মো: তানজিরুল বাসার, হেলো ওয়ার্ল্ড কমিউনিকেশন লি:-এর মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দীন, ইভা টেলিকমিউনিকেশন-এর সামা মাহজাবিন আলম এবং নোবেল আইটি সলিউশন-এর মো: ফজলুল হক। ▶

'Establishing Digital Connectivity' (EDC) শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম

ডেস্ক রিপোর্ট: 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সারাদেশে উচ্চগতির সংযোগ স্থাপন কার্যক্রমের আওতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক প্রায় ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) প্রান্তিক পর্যায়ের দপ্তর/প্রতিষ্ঠানে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে সংযোগ সম্প্রসারণকল্পে 'Establishing Digital Connectivity' (EDC) শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে, যা চীন সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়ন করার বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
বর্তমানে সকল উপজেলায় প্রায় ১০০০ ইউনিয়নে ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক-এর সুবিধা রয়েছে এবং ২০১৮-১৯ সাল নাগাদ সকল ইউনিয়ন পর্যায়ে এই নেটওয়ার্ক সুবিধা সম্প্রসারিত হবে। ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক সুবিধা সম্প্রসারণ সত্ত্বেও ব্যবহারকারী পর্যায়ে ইন্টারনেট সেবার ব্যয় এলাকাভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় ইন্টারনেট সেবা শুধুমাত্র ঢাকায় সীমাবদ্ধ। Internet service Provider (ISP) কে তার সেবা দেশের বিভিন্ন স্থানে সম্প্রসারণের জন্য ট্রান্সমিশন ব্যয় যুক্ত করতে হয়, যার ফলে ভোক্তা পর্যায়ে ইন্টারনেট ব্যয় দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম। International Internet Gateway (IIG) অপারেটরগণ তাদের সেবা দেশব্যাপী সম্প্রসারণের জন্য অনীহা প্রকাশ করেন যার অন্যতম কারণ Co-location এর সুবিধা স্থাপন অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও প্রয়োজনীয় ব্যবসা করার সুযোগের অভাব। সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত দেশের ২১টি জেলায় Co-location সুবিধা স্থাপনের উদ্দেশ্যে আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে Mini Data center সুবিধাসমূহ ট্রান্সমিশন সুবিধা অন্তর্ভুক্ত। IIG অপারেটরগণ Co-location সুবিধা গ্রহণ করে তাদের স্ব স্ব যন্ত্রাদি স্থাপন করে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইড ISP-দের নিকট কম ব্যয়ে পৌঁছাতে পারবে। এতে করে ভোক্তা পর্যায়ে প্রায় ঢাকার মূল্যে ইন্টারনেট সুবিধা সম্প্রসারণ এবং নিম্নরূপ উদ্দেশ্যসমূহ অর্জিত হবে:
(ক) ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি। (খ) অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্ক ট্রাফিক দেশের বাইরে যাওয়া বন্ধ হবে। (গ) জাতীয় তথ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি। (ঘ) কন্টেন্ট ডেলিভারি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কন্টেন্টকে আরো আকর্ষণীয় ও গতিশীল করা। (ঙ) সরকারি নেটওয়ার্কে ট্রান্সমিশন ব্যাকবোন তৈরি করা। ▶

চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিতব্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান/উৎসবের তালিকা

ক্রম	অনুষ্ঠান/উৎসবের নাম	বাস্তবায়নকারী
০১.	ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড-২০১৭ (৬-৯ ডিসেম্বর, ২০১৭)	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
০২.	শেখ হাসিনা উদ্যোগ–ডিজিটাল বাংলাদেশ ক্যাম্পেইন ২০১৭-১৮	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
০৩.	ন্যাশনাল হাইস্কুল প্রোগ্রামিং কনটেস্ট-২০১৮	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
০৪.	চিলড্রেনস কোডিং ফেস্টিভ্যাল	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
০৫.	PayPal Launching & Freelancers' Conference ১৯ অক্টোবর, ২০১৭ স্থান : বিআইসিসি, আগারগাঁও, ঢাকা	১। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ২। প্রকল্প পরিচালক, লার্নিং এণ্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
০৬.	Social Media Parade	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
০৭	ACM-ICPC (Association for Computing Machinery -International Collegiate Programming Contest)	

চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন সংস্থাসমূহের অর্থায়নে অনুষ্ঠিতব্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান/উৎসবের তালিকা

ক্রম	অনুষ্ঠান/উৎসবের নাম	বাস্তবায়নকারী
১.	APIS আন্তর্জাতিক সম্মেলন	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
২.	বিপিও সামিট-২০১৮	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
৩.	জাতীয় ইন্টারনেট সপ্তাহ-২০১৭ ও উন্নয়ন মেলা-২০১৭	
৪.	জাতীয় শিশু দিবস-২০১৮ উদ্‌যাপন	
৫.	বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন	
৬.	Disruptive Technology Summit (রবোটিক্স, আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং বিগডাটা)	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
৭.	আইসিটি এক্সপো-২০১৮	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
৮.	Japan IT Week-2018	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
৯.	Cyber Security Summit -2018	নিয়ন্ত্রক, কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটি (সিসিএ)
১০.	National IT Challenge for Youth with Disabilities এবং Global IT Competition for Youth with Disabilities	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
১১.	National Hackathon for Women	
১২.	Startup Bangladesh	(১) নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও (২) প্রকল্প পরিচালক, iDEA প্রকল্প

DIGITAL BANGLADESH
Skilled • Equipped • DigitalReady
ICT DIVISION
FUTURE IS HERE
DoICT
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
DEPARTMENT OF ICT

শেষ পৃষ্ঠা

আইসিটি ◢ বর্ষ-১ ◢ সংখ্যা-১ ◢ ঢাকা, অক্টোবর-২০১৭

নিউজলেটার

নিয়ন্ত্রক
কন্ট্রোলার অব সার্টিফায়িং অথরিটিজ (সিসিএ)

শুভেচ্ছা বাণী

তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তুলতে এবং জনসাধারণকে সচেতন করতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে একটি বাংলা নিউজলেটার প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেনে আমি আনন্দিত ও অনুপ্রাণিত।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবন স্বপ্ন ছিল সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করা। এ স্বপ্ন পূরণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষকে সমৃদ্ধ করতে সরকার কাজ করছে। এরই অংশ হিসেবে তথ্যপ্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার ও আইনগত বৈধতা নির্ধারণ, অপরাধ ও অপরাধী সনাক্তকরণে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ইতোমধ্যে সিসিএ কার্যালয় সরকারি কর্মকর্তাদের মাঝে ২৫ হাজারেরও বেশি ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরণ এবং এ বিষয়ে প্রশিক্ষণসহ সারাদেশে ১০ হাজার ২৭৫ জন স্কুল ও কলেজগামী ছাত্রীকে হাতে কলমে সাইবার নিরাপত্তা বিধানে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। দেশ-বিদেশে যা ব্যাপক প্রশংসা অর্জনসহ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে শিরোনাম হয়েছে।

সাইবার অপরাধ ও অপরাধী সনাক্তকরণে সিসিএ কার্যালয়ে 'ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব' নির্মাণ করা হয়েছে। সামনের দিনগুলিতে ডিজিটাল বাংলাদেশের কার্যক্রমকে গতিশীল করতে ই-স্ট্যাম্পিং, সিআইআরটি (CIRT) স্থাপন, মোবাইল পিকেআইসহ আরো কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের এ কার্যক্রমে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে প্রয়োজন ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা এবং বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনা। আইসিটি অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিতব্য নিউজলেটার তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। নিউজলেটার প্রকাশে সিসিএ কার্যালয়ের সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। আমি এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আবুল মানসুর মোহাম্মদ সারফ্ উদ্দিন

ব্লক করা হচ্ছে 'ব্লু হোয়েল গেম', সতর্ক নজরদারি

নিজস্ব ডেস্ক: দেশে ব্লক করা হচ্ছে আলোচিত গেম ব্লু হোয়েলের লিংক। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা ও টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসিকে গেমটির ব্যাপারে নজরদারি বাড়িয়ে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক।

সম্প্রতি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠা ব্লু হোয়েল গেম নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে পাওয়া অভিযোগ এবং বন্ধের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, 'ব্লু হোয়েলের মতো যত ক্ষতিকারক গেম আছে সে সম্পর্কে পারিবারিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবে সবাইকে সচেতন করতে হবে।' এ ব্যাপারে তিনি দেশের সব গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

পলক বলেন, 'আমরা ব্লু হোয়েল গেমটিকে শতভাগ ফলো করছি। অনেক ধরনের সোশ্যাল মিডিয়াতে বিভিন্নভাবে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। *(বাকি অংশ ২-এর পৃষ্ঠায়)*

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)'র জনপ্রশাসন পুরস্কার লাভ

ডেস্ক রিপোর্ট: গত ২৩ জুলাই ওসমানী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত জনপ্রশাসন পদক-২০১৭ প্রদান অনুষ্ঠানে জনপ্রশাসন পুরস্কারের কারিগরি ক্যাটাগরিতে প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল পুরস্কার লাভ করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে এ পুরস্কার গ্রহণ করেন বিসিসি'র নির্বাহী পরিচালক স্বপন কুমার সরকার।

উল্লেখ্য, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথে সারাদেশে কারিগরি অবকাঠামো নির্মাণ, জনসেবা প্রদানে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি, দেশের আইটি শিল্পের উন্নয়নে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ, তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার সম্প্রসারণে ব্যবস্থা গ্রহণসহ দেশে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য বিসিসি এই পুরস্কার অর্জন করে। ▶

মহাপরিচালক
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
এবং উপদেষ্টা, আইসিটি নিউজলেটার

শুভেচ্ছা বাণী

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের পক্ষে আইসিটি অধিদপ্তরের উদ্যোগে একটি বাংলা নিউজলেটার প্রকাশ করতে পেরে আমি গৌরবান্বিত এবং আনন্দিত।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তিকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জুলাই গঠিত হয় আইসিটি বিভাগের অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়-এর প্রত্যক্ষ নির্দেশনা এবং আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে অধিদপ্তরের নানামুখী কার্যক্রম। বাস্তবায়নাধীন ও প্রস্তাবিত প্রকল্প, ইভেন্ট ব্যবস্থাপনাসহ আন্তর্জাতিক কার্যক্রম ইতোমধ্যেই সর্বমহলে ব্যাপক সমর্থন এবং প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বর্তমানে দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমাগত বাড়ছে। তৃণমূল পর্যায়ের সাধারণ মানুষও এর সুবিধা ভোগ করতে পারছে। প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে উঠছে জনগণ। বিশেষ করে তরুণ ও যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা দিয়েছে প্রবল আগ্রহ। এরই ধারাবাহিকতায় উপকারভোগীদের আইটি বিষয়ে অবহিতকরণ এবং আরও বেশি জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। এ উপলব্ধি থেকে অধিদপ্তরের মাধ্যমে একটি নিয়মিত নিউজলেটার প্রকাশের প্রস্তাব উত্থাপন করলে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এতে সম্মতি প্রদান করেন। এজন্যে আমরা তার কাছে কৃতজ্ঞ। এছাড়াও আইসিটি বিভাগের সম্মানিত সচিব মহোদয় আমাদেরকে নিউজলেটার প্রকাশে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও অকৃত্রিম সহযোগিতা প্রদান করায় তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রকাশিতব্য নিউজলেটার আইসিটি বিভাগের সার্বিক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল এবং গ্রহণযোগ্য করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে বিশ্বাস করি।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ-সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কাম্য। তাদের মূল্যবান পরামর্শ আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে।

নিউজলেটার প্রকাশনার এই শুভলগ্নে আইসিটি পরিবারের সবার প্রতি রইলো প্রাণঢালা শুভেচ্ছা। প্রকাশনার সঙ্গে জড়িতদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

বনমালী ভৌমিক

সেবাপদ্ধতি সহজিকরণ (Service Process Simplification, SPS)

মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান

১.০ সেবাপদ্ধতি সহজিকরণ কী? (What is Service Process Simplification)

গ্রাহক (End User) সন্তুষ্টি বিধান, প্রক্রিয়াগত খরচ কমানো এবং প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার উদ্দেশ্যে ১৯৯০ এর দশকে পৃথিবীর বিখ্যাত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ বিজনেস প্রসেস রি-ইঞ্জিনিয়ারিং (Business Process Re - engineering, BPR) কার্যক্রম হাতে নেয়। পরবর্তীতে এর ধারণা (Concept) সরকারি সেক্টরে অঙ্গীভূত হতে থাকে। পৃথিবীর অনেক দেশে এ ধারণার (Concept) চর্চা এবং বাস্তবায়ন হচ্ছে। বিবর্তিত হয়ে বাংলাদেশে এর নামকরণ হয় সেবাপদ্ধতি সহজিকরণ বা Service Process Simplification, SPS নামে। জনগণের দোরগোড়ায় সেবাসমূহ পৌঁছে দিতে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের নাগরিক সেবা প্রদানের বিদ্যমান পদ্ধতি সহজ ও দ্রুততর করা অত্যাবশ্যক। সহজ ও জনবান্ধব সেবাপদ্ধতি চালু করতে হলে বিদ্যমান পদ্ধতির বিভিন্ন ধাপের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের বিকল্প নেই। সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে মিলে বিভিন্ন কাজের ধাপের সচিত্র বিবরণ নিয়ে খোলামেলা আলোচনার ফলে অপ্রয়োজনীয় কাজ, ধাপ ও নিয়ম/চর্চাসমূহ বেরিয়ে আসে। এর মাধ্যমে প্রতিটি সেবার বাস্তব ও সম্ভাব্য সমস্যা, প্রতিবন্ধকতা, পদ্ধতিগত শূন্যতা নির্ণয় করা যায়, যা সেবার বিদ্যমান পদ্ধতি ও মান উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে, যাকে আমরা সেবাপদ্ধতি সহজিকরণ বা Service Process Simplification, SPS বলতে পারি। সেবাপদ্ধতি সহজিকরণের প্রসেস কাঠামো (Process Framework) নিম্নরূপ:

সেবাপদ্ধতি সহজিকরণে প্রসেস কাঠামো
(The Process Framework of SPS)

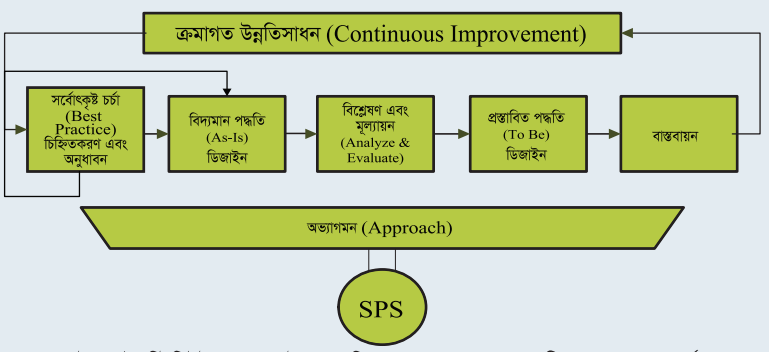

ম্যসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (Massachusetts Institute of Technology, MIT)-এর কম্পিউটারের অধ্যাপক Mr. Michael Hammer প্রথম বিজনেস প্রসেস রি-ইঞ্জিনিয়ারিং (Business Process Reengineering, BPR) ধারণার প্রবর্তন করেন। সে সময় তাঁর গবেষণা গ্রন্থে তিনি যুক্তি দেখান যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, কর্মপদ্ধতির বিভিন্ন ধাপে যে সকল কার্যাদি সম্পন্ন হয় তার বেশির ভাগ গ্রাহক পর্যায়ে কোন মান (Value) যোগ করে না। এ ধরনের ধাপসমূহের অটোমেশন (Automation) না করে তিনি বাদ দেয়ার (Eliminate) *(বাকি অংশ ৭-এর পৃষ্ঠায়)*

Asia-Pacific Information Superhighway (APIS) ও বাংলাদেশ

মোহাম্মদ আবুল হাশেম

ভূমিকা: জাতিসংঘের প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (UN-ESCAP) গবেষণার মাধ্যমে এতদ্অঞ্চলে সাশ্রয়ী মূল্যে ইন্টারনেট তথা ব্রডব্যান্ড সেবা প্রদানের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করেছে। এরমধ্যে এতদ্অঞ্চলের দেশগুলোতে নিজ নিজ ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করে একটি নিরবচ্ছিন্ন টেলিযোগাযোগ অবকাঠামোর অভাব সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অন্তরায় হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এই অবকাঠামো স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিগত ২০১৪ সালে UN-ESCAP এপিআইএস বিনির্মাণের পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এতদ্অঞ্চলের রাষ্ট্রীয় যোগাযোগ অবকাঠামো তথা মহাসড়ক ও রেলপথ সবচাইতে সুবিধাজনক পথাধিকার (right-of-way) হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এই লক্ষ্যে UN-ESCAP কর্তৃক বাস্তবায়িত এশিয়ান হাইওয়ে এবং ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে অবকাঠামো দুটিকে আন্তঃমহাদেশীয় টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণের মূল অবলম্বন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই পুরো প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ অত্যন্ত সক্রিয় এবং অন্যতম পথিকৃৎ ভূমিকা পালন করে আসছে। এরই স্বীকৃতিস্বরূপ বিগত আগস্ট, ২০১৬ তে চীনের গুয়াংজুতে অনুষ্ঠিত সভায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিকে ওয়ার্কিং গ্রুপের সভাপতি নির্বাচন করা হয়।

এপিআইএস নিয়ে বাংলাদেশের সম্ভাবনা:

Asia-Pacific Information Superhighway (APIS) স্থাপনের উদ্যোগটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এর মাধ্যমে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের *(বাকি অংশ ৭-এর পৃষ্ঠায়)*

AP-IS স্টিয়ারিং কমিটির সভা

০১-০২ নবেম্বর ২০১৭

স্থান: প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল ঢাকা, বাংলাদেশ

আয়োজনে:
UN-ESCAP
ICTD, DoICT-Bangladesh

আইসিটি বিভাগের নতুন সচিব সুবীর কিশোর চৌধুরীকে ফুলেল সংবর্ধনা জানান আইসিটি অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ। উল্লেখ্য, সুবীর কিশোর চৌধুরী গত ১৩ আগস্ট আইসিটি বিভাগে সচিব হিসেবে যোগদান করেন

WIFI সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আইসিটি বিভাগের সচিব, ইউএসএ ও অস্ট্রেলিয়ান কূটনীতিক এবং অন্যান্য

লেখা আহ্বান

আইসিটি নিউজলেটারের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে। আইসিটি-সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে অনধিক ৫০০ (পাঁচ শত) শব্দের মৌলিক রচনা কিংবা সংবাদ সাদরে গ্রহণ করা হবে। প্রয়োজন হলে লেখা ছবিসহ পাঠানো যাবে। লেখা লেখকের নাম-ঠিকানাসহ সরাসরি, ডাকযোগে অথবা ই-মেইলে পাঠাতে হবে। অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্য নয়।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা :
সম্পাদক, আইসিটি নিউজলেটার, আইসিটি টাওয়ার (১১ তলা), আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন: +৮৮-০২-৮১৮১১০১, ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৮১৮১১০২ মোবাইল : ৮৮-০১৭১১১৬৬৩২৮
ictnewsletter2017@gmail.com, jahedi6076@gmail.com, Web: www.doict.gov.bd

আইসিটি নিউজলেটার (বাংলা) ■ প্রকাশক : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, আইসিটি বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ ■ উপদেষ্টা : বনমালী ভৌমিক, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ■ সম্পাদনা : মো: রেজাউল মাকছুদ জাহেদী ও নবেন্দু চৌধুরী
যোগাযোগ : আইসিটি টাওয়ার (১১ তলা), আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ ফোন: +৮৮-০২-৮১৮১১০১ ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৮১৮১১০২ মোবাইল : ৮৮-০১৭১১১৬৬৩২৮
ই-মেইল: ictnewsletter2017@gmail.com, jahedi6076@gmail.com, Web: www.doict.gov.bd
মুদ্রণ : ধানসিঁড়ি প্রিন্টার্স, ১৩৭/বি, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০